রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৬ সনের ৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৩—১৩৪	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খন্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৩—১২৭	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৯—১৭৬	(৬) ৩১-০৩-০৮ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১২ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.১১২৬—যেহেতু, জনাব মহিউদ্দীন আহমেদ (বিপি-৮৫১৬১৮০৮২৭), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, দিরাই সার্কেল, সুনামগঞ্জ (সাবেক অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-১৬২/২০২৫) রুজু হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মহিউদ্দীন আহমেদ (বিপি-৮৫১৬১৮০৮২৭), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, দিরাই সার্কেল, সুনামগঞ্জ (সাবেক অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, সিলেট-এ সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি

সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৭ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৭৫—যেহেতু, জনাব পলাশ রঞ্জন দে (বিপি-৮৪১৪১৬৬২৯২), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ৭ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, সিলেট গত ১২-০৮-২০২৫ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এবং "পলায়ন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-১৭০/২০২৫) রুজু করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব পলাশ রঞ্জন দে (বিপি-৮৪১৪১৬৬২৯২), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ৭ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, সিলেট-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ এবং পলায়নের অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ১২-০৮-২০২৫ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি মোতবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ পৌষ ১৪৩২ ব./১১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি.

নং ০৭.০০.০০০০.০৮২.২৭.০২০.২৪.১৫—বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে তাঁর নামের পাশে বর্ণিত তারিখ হতে গ্রেড-৫ পদে শুধুমাত্র ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হলো। তবে, তিনি বকেয়াসহ কোনরূপ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদানের তারিখ
১.	জনাব মোঃ আশরাফ-উল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর: ০০১-০০১-১৮২) এডিসিএজি (রিজার্ভ), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।	১৭-০৬-২০১১

১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ গোলাম কবির
উপসচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ক্ষুদ্রঋণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৩.০০.০০০০.০০০.৪১২.১১.০০০৫.২৪.০৭—বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সংঘ বিধির 5.2(ii) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মনোয়ার হোসেন-কে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদে ০২ (দুই) বৎসরের জন্য সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে নিয়োগ প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ অতুল মন্ডল
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৭ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯..৩৩.০০০১.২৪.১৫—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	ইকলিমপুর	২৭৯	৩৩৩	৪	পীরগঞ্জ	রংপুর
২	তারাপুর	৩৪	২৪৬১	৫	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩	পূর্ব খড়িবাড়ি	২৩	২৩৭৮	৮	ডিমলা	নীলফামারী
৪	কেশবা	১১	১৭৪৪	১১	কিশোরগঞ্জ	নীলফামারী
৫	পাড়াগ্রাম	৩৯	৪২১১	৫	কিশোরগঞ্জ	নীলফামারী

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭১.১৯.১৩—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	কসবা সিলেট আম্বরখানা	৭৪	৪১৯০	সিলেট সদর	সিলেট	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৯১৬৬/২০২২ নং রিট পিটিশন নিষ্পত্তি হওয়ায়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ পৌষ ১৪৩২ ব./১১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি.

নং ৩০.০০.০০০০.০১৫.১১.০২৪.২০০৩ (২য় খণ্ড)-০৭—অতিরিক্ত সচিব মিজ বিলকিস জাহান রিমি, ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় সচিব হিসাবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর স্থলে মিজ ফেরদৌস রওশন আরা, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল)-এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসাবে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী
যুগ্মসচিব।

বিমান-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩২/১৪ জানুয়ারি ২০২৬

নং ৩০.০০.০০০০.০১৭.০১৮.০০৫.১৯-৪০—বাংলাদেশ বিমান (Bangladesh Biman) (রহিত Bangladesh Biman Order, 1972 পুনর্বহাল এবং সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর ধারা 30(b) এর আওতায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক পদে (১) **ড. খলিলুর রহমান**, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ক হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ (উপদেষ্টা পদমর্যাদা), প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়; (২) **জনাব ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব,** মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা), ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং (৩) **জনাব আখতার আহমেদ,** সিনিয়র সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়-কে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোছাঃ শাকিলা পারভীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ পৌষ ১৪৩২/০৭ জানুয়ারি ২০২৬

নং ২৫.০০.০০০০.০০০.০১৩.২৭.০০০৩.২২-০৩—যেহেতু, জনাব মোঃ মাহফুজ আলম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম কাঠের কারখানা উপ-বিভাগ, মিরপুর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা (সাতক্ষীরা) এর মামলা নং-১২, তারিখ ০৩-০৬-২০২০ এর চার্জশিট নম্বর: ৮, তারিখ: ২৪-০৯-২০২৩ খ্রি: বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ ও জেলা দায়রা জজ, দায়রা জজ আদালত, সাতক্ষীরা কর্তৃক ২৮-০১-২০২৫ তারিখে গৃহীত হয়েছে।

২। সেহেতু, জনাব মোঃ মাহফুজ আলম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম কাঠের কারখানা উপ-বিভাগ, মিরপুর, ঢাকা-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩৯(২) অনুযায়ী বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক চার্জশিট গ্রহণের তারিখ ২৮-০১-২০২৫ হতে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৩। সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

প্রশাসন অনুবিভাগ-১

প্রশাসন-শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩২/১৫ জানুয়ারি ২০২৬

নং ২৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০১৯.১৯.-৩৩—যেহেতু, জনাব মোঃ তাহাজ্জুদ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), চুয়াডাঙ্গা গণপূর্ত বিভাগ ও সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১, পাবনায় কর্মরত থাকা অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ এর বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩.২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখে ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪.০৮৯. ১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত এর সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ তাহাজ্জুদ হোসেন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০৫/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' প্রেরণ করা হয়। তিনি ২০-১০-২০১৯ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা দুদকের ০৩/২০২০ নং মামলায় পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। পরবর্তীতে, গত ১২-০৮-২০২৫ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

২। যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারুক আহম্মেদকে সভাপতি, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ তাহাজ্জুদ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), চুয়াডাঙ্গা গণপূর্ত বিভাগ ও সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১, পাবনা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ৩০-১০-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৮-১১-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি ১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন জনাব মোঃ তাহাজ্জুদ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), চুয়াডাঙ্গা গণপূর্ত বিভাগ ও সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী জনাব মোঃ তাহাজ্জুদ হোসেনকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং যেহেতু নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ তাহাজ্জুদ হোসেনকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবে সানুগ্রাহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ তাহাজ্জুদ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), চুয়াডাঙ্গা গণপূর্ত বিভাগ ও সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১, পাবনা এর বিরুদ্ধ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৬। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ তাহাজ্জুদ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), চুয়াডাঙ্গা গণপূর্ত বিভাগ ও সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১, পাবনাকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪ জুলাই ২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১১ নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম

সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩২/১৪ জানুয়ারি ২০২৬

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৬.২০১৬-৪৭—যেহেতু, জনাব মোঃ সাইফুল আজম, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট সদর, সিলেট এর বিরুদ্ধে নীলফামারী জেলা ডিমলা উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ডিমলা উপজেলার রামডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কাজে অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী 'অদক্ষতা' 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা নং-০৬/২০১৬ রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলার সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক বিগত ২৮-০১-২০১৮ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০. ০০.০০৬.২০১৬-৯০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে নিম্ন পদে অবনমিতকরণের (উপজেলা প্রকৌশলী পদ হতে সহকারী প্রকৌশলী পদে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৯ম গ্রেড) দণ্ড আরোপ করা হয়;

যেহেতু, তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ ঢাকায় এ, টি মামলা নং ২২৯/২০১৮ দায়ের করেন এবং উক্ত মামলায় মাননীয় আদালত বিগত ১৭-১১-২০২০ তারিখের প্রদত্ত রায়ে তাঁকে উপজেলা প্রকৌশলী পদে পুনর্বহালের পাশাপাশি বকেয়া বেতন-ভাতাসহ যাবতীয় আর্থিক সুবিধা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করে। বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ এর উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে এ,এ,টি আপিল নং-১২৩/২০২১ দায়ের করা হয়। বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকার এ,টি মামলা নং ২২৯/২০১৮ এর রায় ও আদেশ বহাল রাখে। পরবর্তীতে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ হতে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং-২৮৯৪/২৪ দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের এ,এ,টি মামলা নং ১২৩/২০২১ এর ১৪-০৫-২০২৪ তারিখের রায় ও আদেশ বহাল রাখে;

যেহেতু, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ ঢাকার এ,টি মামলা নং ২২৯/২০১৮এর উপর বিগত ১৭-১১-২০২০ তারিখের প্রদত্ত রায়, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের এ,এ,টি আপিল ১২৩/২০২১ এর ১৪-০৫-২০২১ তারিখের প্রদত্ত আদেশ এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে দায়েরকৃত সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ২৮৯৪/২৪ এর ০৯-১২-২৪ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য আইন ও বিচার বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়। সে প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ সাইফুল আজম, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট সদর, সিলেট-কে উপজেলা প্রকৌশলী পদে পুনর্বহালের পাশাপাশি বকেয়া বেতন-ভাতাসহ যাবতীয় আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে আইনগত কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আইন ও বিচার বিভাগ হতে মতামত প্রদান করা হয়েছে;

সেহেতু, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ ঢাকার এ,টি মামলা নং ২২৯/২০১৮ এর উপর বিগত ১৭-১১-২০২০ তারিখের প্রদত্ত রায় অনুযায়ী জনাব মোঃ সাইফুল আজম, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট সদর, সিলেট (বর্তমান কর্মস্থল: উপজেলা প্রকৌশলী, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার)-কে বিভাগীয় মামলা নং- ০৬/২০১৬ এর দণ্ডাদেশ প্রত্যাহারপূর্বক বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন-ভাতাসহ যাবতীয় আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হলো।

মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী
সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ পৌষ ১৪৩২/০৬ জানুয়ারি ২০২৬

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৭.৯৯.০০১৭.২৫-১৩—ডাঃ প্রবাল চৌধুরী, ভেটেরিনারি সার্জন, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্মস্থলে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত রয়েছেন। এক্ষণে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ আনয়ন করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ছে; এবং

২। যেহেতু, ডঃ প্রবাল চৌধুরী, ভেটেরিনারি সার্জন, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ১২(১) বিধি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করেন;

৩। সেহেতু, ডাঃ প্রবাল চৌধুরী, ভেটেরিনারি সার্জন, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা-কে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
সচিব।

প্রাণিসম্পদ-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪৩২/১৩ জানুয়ারি ২০২৬

নং ৩৩.০০.০০০০.০০০.১১৯.২৭.০০০১.২৫-১৩—যেহেতু, ডাঃ সুমী চৌধুরী (গ্রেডেশন নং-১৬৭১), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকার অনুকূলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৬-০৯-২০২১ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১০৯.১৯.০১৯.১৪(পার্ট). ৩৮৮ সংখ্যক স্মারকে University of Eastern Finland এ Masters Degree Programme in Public Health কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ২৫-০৮-২০২১ হতে ৩১-১২-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ বছর ০৪ মাস প্রেষণাদেশ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে তিনি মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করে ১২-১২-২০২৩ তারিখ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকায় যোগদান করেন। যোগদান পরবর্তীতে উল্লিখিত কর্মকর্তা অদ্যাবদি কর্তৃপক্ষের বিনা-অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ০২ (দুই) দফায় কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে অনুপস্থিত থাকাকালিন সময়ের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। কিন্তু তিনি চাকুরিতে যোগদান না করে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে ০৩/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেননি এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য কোনো আবেদন করেননি। অভিযুক্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ে লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ না করায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৩) বিধিমতে তদন্তের জন্য জনাব শাহ আলম মুকুল, যুগ্মসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ডাঃ সুমী চৌধুরী (গ্রেডেশন নং-১৬৭১), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনিত আভিযোগসমূহ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

৩। যেহেতু, তদন্তে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল না করায় সরাকরি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর, উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতবেক সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধান-৬ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ডাঃ সুমী চৌধুরী (গ্রেডেশন নং-১৬৭১) কে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করায় সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ (ঘ) অনুযায়ী ডাঃ সুমী চৌধুরী (গ্রেডেশন নং-১৬৭১) কে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং যেহেতু নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ডাঃ সুমী চৌধুরী (গ্রেডেশন নং-১৬৭১) কে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

৫। সেহেতু, ডাঃ সুমী চৌধুরী (গ্রেডেশন নং-১৬৭১), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' করা হলো;

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
পার-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

নং ৪৫.০০.০০০০.১৪৮.১১.০০৮.২৪-৮৯৩—বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত চাকুরিকাল বিএসআর (পার্ট-১) এর ৪২(২) এবং ৩০০(বি) নং বিধি অনুযায়ী মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে পূর্বতন চাকরির ধারাবাহিকতা নির্দেশক্রমে সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করা করা হলো:

ক্র. নং	নাম ও কোড	বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে চাকুরিতে যোগদানের পূর্বে মোট চাকুরিকাল
১.	ডা: সাইয়েদা মুনাজ্জিমা (১৩৮৩৮৬)	০৮-১২-২০১৯ তারিখ হইতে ৩১-০৮-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট চাকুরিকাল ০৪ বছর ০৮ মাস ২৩ দিন।
২.	ডা: মোঃ শরিফুল ইসলাম পিয়াস (১৫০০৪৬)	০১-০৩-২০২৩ তারিখ হতে ৩১-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট চাকুরিকাল ০২ বছর ০৩ মাস।

২। বেতন নির্ধারণের জন্য পূর্ব পদের চাকরিকাল গণনার ক্ষেত্রে পূর্ব পদে ভোগকৃত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় বাদ যাবে এবং বর্তমান পদে পূর্বপদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সনজীদা শরমিন
যুগ্মসচিব।

শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি.

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.০৩০.২২-১৩১৬—যেহেতু, ডা. হোসেন মু: জুলফিকার আলী (১০০০৬৮৬), সহকারী অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব), ফার্মাকোলজি বিভাগ, শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ গত ২২-০২-২০২১ খ্রি. হতে ২৭ দিনের বহির্বাংলাদেশ ছুটির আবেদন করেন এবং ২১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করার কথা থাকলেও তিনি অদ্যাবধি যোগদান করেননি মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৮-০৫-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৩৭৪ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক অসদাচরণ (Misconduct) ও পলায় (Desertion) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তিনি জবাব প্রদান করেন এবং উক্ত বিভাগীয় মামলায় শুনানি দিতে ইচ্ছুক নন মর্মে জানান;

যেহেতু, ১৬-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৪৬৪ নং স্মারকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার বিধি ৪(৩)(খ) মোতাবেক চাকরি হতে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কেন উক্ত দণ্ড তাঁর উপর আরোপ করা হবে না, তা জানানোর নির্দেশ দিয়ে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে কমিশন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেন;

যেহেতু, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে চাকরি হতে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার মাধ্যমে পেশ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) মোতাবেক ডা. হোসেন মু: জুলফিকার আলী-কে ২১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখ থেকে চাকরি হতে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি.

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.৩৭৩.২৫-১৩২৮—যেহেতু, অধ্যাপক ড. গোলাম ছারোয়ার, বিভাগীয় প্রধান, এনটোমলজি বিভাগ, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম), মহাখালী, ঢাকা-তে কর্মরত আছেন;

যেহেতু, তাকে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ের গত ২৯-০৯-২০২১ খ্রি. তারিখের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০১-০৩-২০২২ খ্রি. তারিখ এনটোমলজি বিষয়ে অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রদানপূর্বক জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম), ঢাকায় পদায়ন করা হয়;

যেহেতু, উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে প্রকাশনায় জালিয়াতি ও অভিজ্ঞতা সনদের সত্যতা সংক্রান্ত অভিযোগ গৃহীত হয়েছে;

যেহেতু, তার অভিজ্ঞতার সনদ সঠিক নয় বলেও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে;

যেহেতু, তার দাখিলকৃত সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা সনদ এবং প্রভাষক হিসেবে ইউনিভার্সিটি অব লিভারেল আর্টস, বাংলাদেশ এর সনদ সঠিক নয় বলে জানা যায়;

যেহেতু, তিনি নিজের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে প্রকাশনা জালিয়াতি ও অভিজ্ঞতা সনদের তথ্যাদি জালিয়াতি করেছেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, ইতোমধ্যে উপর্যুক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে, যা বর্তমানে চলমান রয়েছে;

যেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(১) ধারা অনুযায়ী, 'কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা প্রস্তাব বা বিভাগীয় কার্যধারা রুজু করা হইলে, সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিযোগের মাত্রা ও প্রকৃতি, অভিযুক্ত কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব হইতে বিরত রাখিবার আবশ্যকতা, তৎকর্তৃক তদন্তকার্যে প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে';

সেহেতু, অধ্যাপক ড. গোলাম ছারোয়ার-কে সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপনের তারিখ হতে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: সাইদুর রহমান
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৪ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৯২.২২.০০৯.২৫-৫৩—নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলাধীন 'পলাশ থানা মডেল উচ্চ বিদ্যালয়'টি ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ/৩০ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ হতে 'পলাশ থানা মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়' নামে সরকারি করা হলো।

২। প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের আত্তীকরণ করা হবে।

৩। আত্তীকৃত শিক্ষক/কর্মচারীর চাকরি বদলিযোগ্য হবে না।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ হেলাল চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বণ্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০১/২০২৬/কাস্টমস/০১—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা-১০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জনস্বার্থে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুড়িয়া ইউনিয়নের আওতাধীন "পাকুরিয়া" মৌজার অন্তর্গত নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত এলাকাকে এতদ্বারা কাস্টমস ওয়্যারহাউসিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করছে; যথা:

ক্র. নং	মৌজা	আর.এস. জে.এল নং	খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ নং	জমির পরিমাণ
১	পাকুড়িয়া	৮৯	৮৭৭	৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ২০৬, ২০৭, এবং ২০৮	৩০৬.২০ শতাংশ

চৌহদ্দি:

(ক) পূর্বে: ফসলি জমি ও বসতবাড়ি;

(খ) পশ্চিমে: ফসলি জমি ও পাবনা চিনি কলের কিছু অংশ;

(গ) উত্তরে: দাশুড়িয়া-পাবনা হাইওয়ে রোড;

(ঘ) দক্ষিণে: বসতবাড়ি ও পাবনা-চিনি কলের কিছু অংশ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুরাইয়া সুলতানা
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বণ্ড)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
কারিগরি শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ পৌষ ১৪৩২/০৭ জানুয়ারি ২০২৬

নং ৫৭.০০.০০০০.০০০.০৫১.২৭.০০০৩.২৫-২৩—যেহেতু, প্রকৌশলী মো: লুৎফর রহমান, অধ্যক্ষ (বরখাস্তকৃত), টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গত ০২-০৪-২০০৮ হতে ০৩-০১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর কর্মকালীন সময়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্যাশিয়ার (নিজ বেতনে) মৃত জীবন কুমার দাস কর্তৃক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক/কর্মচারীদের নিকট হতে আদায়কৃত বেসরকারি তহবিলের ১৪,৯৩,৫০৮.৮৫ (চৌদ্দ লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত আট টাকা পঁচাশি পয়সা) ব্যাংকে জমা না দেয়া এবং ক্যাশ বহিতে এন্ট্রি না করাসহ তাদের বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপের অভিযোগ আনয়ন করা হয়। প্রাথমিক তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযোগের সত্যতা থাকায় তছরুপকৃত অর্থের ৫০% হিসেবে ৭,৪৬,৭৫৪.৪৩ (সাত লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার সাতশত চুয়ান্ন টাকা তেতাল্লিশ পয়সা) নগদ আদায়ের সিদ্ধান্তসহ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ১৯/১৭) রুজু করা হয়;

২। যেহেতু, প্রকৌশলী মো: লুৎফর রহমান, অধ্যক্ষ (বরখাস্তকৃত)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী অসদাচরণ এবং বিধি ৩ এর উপবিধি (ঘ) অনুযায়ী দুর্নীতি'র পর্যায়ভুক্ত অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ও সরকারের প্রচলিত সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক আদেশ জারির তারিখ হতে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী ১৯-০৩-২০১৭ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৬.০৮.০১২.২০১৫-২৬৬ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে গুরুদণ্ড সূচক শাস্তি হিসেবে চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, প্রকৌশলী মো: লুৎফর রহমান-উক্ত বরখাস্তাদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-২ ঢাকা-এ [এ.টি-১০৬/২০১৯ (নতুন) ২০১/২০১৮ (পুরাতন)] মামলা করেন। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলাটি প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে শুনানি হয়। শুনানীঅন্তে ২৫-১০-২০২১ তারিখে বিচারক এ.টি, মামলায় নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করেন:

অত্র প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলাটি প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে শুনানি অন্তে বিনা খচরায় পরিবর্তিত আকারে মঞ্জুর করা হল;

এতদ্বারা বিগত ১৯-০৩-২০১৮ তারিখের স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৬.০৮.০১২.২০১৫-২৬৬ মূলে তর্কিত বরখাস্ত আদেশ বেআইনি বাতিল ও প্রার্থীর উপর বাধ্যকর নয় মর্মে রদ রহিত করা হল। প্রার্থীর বিরুদ্ধে আণীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(ডি) অনুযায়ী গুরুদণ্ড হিসেবে "চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" এর পরিবর্তে একই বিধিমালার ৪ এর উপবিধি ৩(বি) মোতাবেক তাকে চাকুরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দান (Compulsory Retirement) করা হল।

প্রার্থীকে ১৯-০৩-২০১৮ তারিখে বাধ্যতামূলক অবসর দান করত: পেনশনসহ যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।"

৪। যেহেতু, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-২ ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল ঢাকা-এ সরকার পক্ষ (এ.এ.টি-০২/২০২২) ও বাদী প্রকৌশলী মো: লুৎফর রহমান (এ.এ.টি.-২৯০/২০২১) উভয়ই আপিল আবেদন করেন। প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল ঢাকা-উভয় মামলায় শুনানিঅন্তে বাদী প্রকৌশলী মো: লুৎফর রহমান, অধ্যক্ষ (বরখাস্তকৃত), টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর পক্ষে নিম্নোক্ত রায় প্রদান করেন:

> "The appeal by the petitioner (Appeal No. 290 of 2021) finds merit and no merit to that of the opposite party (Appeal No. 02 of 2021).
>
> Accordingly Appeal No. 290 of 2021 is allowed and 02 of 2021 is disallowed.
>
> The A.T. Case No. 106 of 2019 (new)/201 of 2018 (old) is allowed.
>
> The penalty dated 19-03-2018 is hereby, set aside."

৫। সেহেতু, প্রকৌশলী মো: লুৎফর রহমান, অধ্যক্ষ (বরখাস্তকৃত) টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-কে বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশমতে "চাকরি হতে বরখাস্ত" সূচক দণ্ডাদেশ প্রত্যাহারপূর্বক তাঁকে ১৯-০৩-২০১৮ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো ও তাঁর অনুকূলে পূর্বে জারীকৃত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ৩০-০৬-২০২৫ তারিখের স্মারক নং ৫৭.০০.০০০০.০৭৬.০৮.০১২.২০১৫-৩৯৬ মূলে (১৯-০৩-২০১৮ তারিখ হতে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর) প্রদানের প্রজ্ঞাপনটি বাতিল ঘোষণা করা হলো।

৬। সরকারি বিধি মোতাবেক তিনি সকল আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৬ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৮.০০.০০০০.০০০.০০৪.০৪.০০২০.২৫-০৬—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, প্রাক্তন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (সংযুক্তি: বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলকৃত কাগজপত্র ও নথি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, প্রাক্তন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (সংযুক্তি: বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা
সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.১২০২**— যেহেতু, জনাব মোঃ শামীম কুদ্দুস ভূঁইয়া (বিপি-৮৪১৩১৫৯৩৪৯), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কুমিল্লা-কে গত ২০-০৮-২০২৫ তারিখ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, দিনাজপুর হিসেবে বদলি করা হলেও তিনি অদ্যাবধি বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেননি। কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুসারে অসদাচরণ এর শামিল;

সেহেতু, জনাব মোঃ শামীম কুদ্দুস ভূঁইয়া (বিপি-৮৪১৩১৫৯৩৪৯), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কুমিল্লা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুসারে অসদাচরণ এর অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ২০-০৮-২০২৫ খ্রি. তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, বরিশাল-এ সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১ শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ পৌষ ১৪৩২বঙ্গাব্দ/০১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.**০১.০০০০.০০০.০১১.০১.০২১৯.২৫.১**—জনাব মোঃ আবুল হাশিম প্রধান, রাজস্ব কর্মকর্তা (চঃ দাঃ), কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিপরীতে দায়েরকৃত মামলা [জজ আদালত, স্পেশাল মামলা নং-১৮/২০০৯ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে আপীল কেস নং-৫৭৮৮/২০] নিষ্পত্তি হওয়ায় তিনি বিধি মোতাবেক পেনশন ও আনুতোষিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

২। এই আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

মোহাম্মদ আবুল মনসুর
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
টেলিভিশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৩ পৌষ ১৪৩২/১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

নং **১৫.০০.০০০০.০০০.০২৩.২৭.০৩৩৯.২৫-৪৫৬**—বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্রের (বর্তমানে বিটিভি রাজশাহী উপকেন্দ্র সংযুক্ত) কন্ট্রোলার/প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ মোল্লা আবু তৌহিদ-এর বিরুদ্ধে ১৭৯১ জন শিল্পী তালিকাভুক্তির চূড়ান্ত অডিশনের ভিডিও ধারণ করে বিটিভিতে সম্প্রচার তদন্ত কমিটি কর্তৃক যাচিত তথ্য সরবরাহ না করা, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসংগত আদেশ অমান্য, অবৈধ অর্থের বিনিময়ে অডিশনে অকৃতকার্য শিল্পীদের অন্য বোর্ডে বসিয়ে পাশ করানো, অডিশনে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশে অনিয়ম ও কারচুপি, এবং বিটিভির তৎকালীন মহাপরিচালকের ছেলে মোঃ শায়ন্ত মিশকাত জামিকে অডিশনে বিশেষ সুবিধা দিয়ে ৫ ক্যাটাগরিতে বিধিবর্হিভূতভাবে নির্বাচিত করা ইত্যাদি বিষয়ে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের গত ০৭-১১-২০২৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অভিযোগসমূহ পাওয়া যায়। উক্ত অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের গত ০৩-০৩-২০২৫ তারিখে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ০৬/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে। উল্লেখ্য তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের শামিল ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় একই বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুযায়ী তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন বিধি অনুযায়ী তিনি খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **১৫.০০.০০০০.০০০.০২৩.২৭.০৩৪০.২৫-৪৫৭**—বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্রের প্রযোজক (সঙ্গীত) জনাব মোঃ ফারুক ১৯৮৫ সালে চুক্তিভিত্তিক বাদ্যযন্ত্রী হিসেবে বিটিভিতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে বিটিভির সরাসরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গত ০২-০৪-১৯৮৯ তারিখের বিটিভির রাজস্বখাতে 'ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট' পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে চাকরিতে যোগদান করেন। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী 'ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট' হিসাবে তাঁর ৬ বছরের অভিজ্ঞতাসহ এসএসসি পাশ-এর যোগ্যতা থাকা আবশ্যক ছিল। চাকরিতে যোগদানকালে এসএসসি'র যে সনদপত্রটি তিনি জমা দিয়েছিলেন সেটি ভুয়া উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ ফারুক-এর এসএসসি'র সনদপত্রটি ভুয়া বলে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার সুপারিশ করা হয়। সুপারিশের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৭/২০২৫ রুজুসহ অধিকতর তদন্তের জন্য ০১(এক) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২। উল্লেখ, তদন্তকালে এসএসসি সনদপত্রটি যাচাইয়ের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, ঢাকায় প্রেরণ করা হলে ঢাকা বোর্ডের গত ২৭-০৮-২০২৫ তারিখের ১৪০৭৫ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে জানানো হয় যে সনদপত্রটি ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে ইস্যুকৃত নয়। সনদপত্রটির ফটোকপিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ লিখেন যে, 'Verified and Fond Fake'। অর্থাৎ সনদপত্রটি ভুয়া (Fake) হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের শামিল ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় একই বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুযায়ী তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৩। সাময়িক বরখাস্তকালীন বিধি অনুযায়ী তিনি খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ৯ পৌষ ১৪৩২/২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

নং **১৫.০০.০০০০.০০০.০২৩.২৭.০০১.২৫-৪৬৭**—জনাব মোছাঃ মাহফুজা আক্তার, কন্ট্রোলার/প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্র (বর্তমানে সাতক্ষীরা উপকেন্দ্রে সংযুক্ত)-এর বিরুদ্ধে ঢাকা কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার পদে চলতি দায়িত্বে থাকাকালীন ঢাকা কেন্দ্রের শিল্পী সম্মানী কোডে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দের তুলনায় অতিরিক্ত ১৩.২৮ কোটি টাকা ব্যয় সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক এবং বর্তমান মহাপরিচালক ০৬-০২-২০২৪ এবং ১৯-১১-২০২৪ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেন। উল্লেখ যে, এ বিষয়ে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে ০৭-১১-২০২৪ এবং ১৪-১১-২০২৪ তারিখ জনাব মোছাঃ মাহফুজা আক্তারের বিরুদ্ধে ১৩.২৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয়সহ অন্যান্য অভিযোগ পাওয়া যায়।

২। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় থেকে বর্ণিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তদন্ত করা হয়। তদন্তে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় মামলা নম্বর ০১/২০২৫ রুজু করা হয়। অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য ০১(এক) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, যা সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র শামিল ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এমতাবস্থায়, সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুযায়ী জনাব মোছাঃ মাহফুজা আক্তার, কন্ট্রোলার/প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্র (বর্তমানে সাতক্ষীরা উপকেন্দ্রের সংযুক্ত) কে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৩। সাময়িক বরখাস্তকালীন বিধি অনুযায়ী তিনি খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মাহবুবা ফারজানা
সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ পৌষ ১৪৩২/২৯ ডিসেম্বর ২০২৫

নং **২৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০১৯.২১-৫৫৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ আলী আহমদ, সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) (চলতি দায়িত্ব) (পিআরএল ভোগরত), সুনামগঞ্জ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২ এর বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি (৩) এর উপবিধি (খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০১/২০২২ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। জনাব মোঃ আলী আহমদ, সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকোশলী (সিভিল) (চলতি দায়িত্ব), সুনামগঞ্জ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২ এ ১০-০৮-২০১৬ থেকে ২৮-০২-২০২১ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তাকে সুনামগঞ্জ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২ হতে ২৮-০২-২০২১ তারিখ সরকারি চাকরি থেকে অবসর এবং ০১-০৩-২০২১ হতে ২৮-০২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০১(এক) বছর অবসরোত্তর ছুটি মঞ্জুর করা হয়;

২। যেহেতু, বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব জনাব আবদুন নূর মুহম্মদ আল ফিরোজকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জনাব মোঃ আলী আহমদ, সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) (চলতি দায়িত্ব) (পিআরএল ভোগরত), সুনামগঞ্জ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২, সুনামগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি (৩) এর উপবিধি (খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

৩। যেহেতু, উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তরকে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এর নির্দেশে নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, সুনামগঞ্জ-এর প্রতিবেদন মোতাবেক উক্ত প্রকল্পের প্রাক্কলিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়নি। ইতোমধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়ে প্রত্যাশি সংস্থা বুঝে নিয়েছে এবং এতে রাষ্ট্রের কোনো আর্থিক ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়নি। চুক্তিমূল্যের চেয়ে কম মূল্যে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে জানা যায়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী আহমদ কর্তৃক রাষ্ট্রের কোনো আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়নি;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ আলী আহমদ, সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) (চলতি দায়িত্ব) (পিআরএল ভোগরত), সুনামগঞ্জ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২ এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদনের মতামতের ভিত্তিতে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ০১/২০২২ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ পৌষ ১৪৩২/৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি নীতিমালা, ২০২৫

নং **৩৪.০০.০০০০.০০০.০৭১.০৪.০০০৮.২৫-৯১৮**—"জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন)" এর ৭(ক)-এর দফা-(আ) অনুসারে 'অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাঁদের পরিবারের জন্য, ক্ষেত্রমত, পুরস্কার, অনুদান, চিকিৎসা সহায়তা, আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত নীতিমালা প্রণয়ন' করার বিধান রয়েছে। উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম: এই নীতিমালা 'ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি নীতিমালা, ২০২৫' নামে অভিহিত হবে।

২। **সংজ্ঞা:**

(ক) 'আইন' অর্থ জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন);

(খ) 'ক্রীড়াসেবী' অর্থ ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়া প্রশিক্ষক বা কোচ, র‍্যাফারি, জাজ বা আম্পায়ার, গ্রাউন্ডসম্যান, কৃতি ক্রীড়া শিক্ষার্থী বা অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি ক্রীড়া, খেলাধুলা বা শরীরচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন বা রাখছেন।

(গ) 'ফাউন্ডেশন' অর্থ ধারা-৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন;

(ঘ) 'কৃতি ক্রীড়া শিক্ষার্থী' অর্থ ৫ম শ্রেণি হতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ক্রীড়াক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের বুঝাবে;

(ঙ) 'পরিবার' অর্থ—

(১) ক্রীড়াসেবী পুরুষ হইলে, তাঁহার স্ত্রী এবং মহিলা হইলে, তাঁহার স্বামী; এবং

(২) ক্রীড়াসেবীর সহিত একত্রে বসবাসরত এবং তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সন্তান-সন্ততিগণ এবং পিতা-মাতা;

(চ) 'বোর্ড' অর্থ জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন) এর ধারা ৬-এ বর্ণিত পরিচালনা বোর্ড।

৩। **যোগ্যতা:**

(ক) নাগরিকত্ব: আবেদনকারীকে বাংলাদেশে বসবাসকারী স্থায়ী নাগরিক হতে হবে;

(খ) ক্রীড়া ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী ৫ম শ্রেণি হতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের অধ্যায়নরত শিক্ষার্থী;

(গ) যে সকল শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক, জাতীয়, বিভাগ অথবা জেলা পর্যায়ে খেলাধুলায় বিশেষ অবদান রাখবেন বা রাখছেন; এবং

(ঘ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কমপক্ষে ০১(এক) বার, জাতীয় পর্যায়ে কমপক্ষে ০২(দুই) বার এবং বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থী।

৪। **বৃত্তির পরিমাণ:**

(ক) ৫ম শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদর মাসিক ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে বাৎসরিক ১২,০০০/-(বারো হাজার) টাকা বৃত্তি প্রদান করা হবে;

(খ) একাদশ শ্রেণি হতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাসিক ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা হারে বাৎসরিক ২৪,০০০/-(চব্বিশ হাজার) টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হবে;

(গ) আবেদনকারী ক্রীড়াশিক্ষার্থীর নিজস্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে মাসিক/এককালীন ভিত্তিতে ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা BEFTN/ চেক এর মাধ্যমে বৃত্তির অর্থ পরিশোধ করা হবে।

৫। **আবেদন পদ্ধতি:**

(ক) ফাউন্ডেশন বৃত্তি প্রদানের জন্য বহুল প্রচারিত জাতীয় দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটেও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে;

(খ) আগ্রহী শিক্ষার্থীগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয় বা ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট সেবাবক্সে প্রবেশ করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্মনিবন্ধন সনদ, মোবাইল নম্বর, ক্রীড়া সম্পৃক্ততার সনদপত্র, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়নপত্র, ব্যাংক ও শাখার নাম, হিসাব নম্বর, রাউটিং নম্বর ইত্যাদি সংযুক্ত করে নির্ধারিত ফরমেটে (তফসিল-১) অনলাইনে আবেদন করবেন;

(গ) একজন শিক্ষার্থী একের অধিক আবেদন করতে পারবেন না।

৬। **আবেদন পত্র বাছাই প্রক্রিয়া:**

(১) জেলা কমিটির সদস্য-সচিব জেলা ক্রীড়া অফিসার অনলাইনে প্রাপ্ত তাঁর জেলার সকল আবেদন ডাউনলোড করে জেলা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। জেলা কমিটির সভায় প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নীতিমালায় উল্লিখিত যোগ্যতার মানদণ্ডের নিরিখে যাচাই-বাছাই করতঃ প্রাপ্যতার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবেন। জেলা প্রশাসক/ জেলা ক্রীড়া অফিসার সভার কার্যবিবরণীসহ অগ্রাধিকার তালিকা অনলাইনে ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করবেন;

(২) জেলা বাছাই কমিটিসমূহের নিকট হতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার তালিকা এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থা/ফেডারেশন/ এসোসিয়েশন/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সুপারিশসহ সরাসরি প্রাপ্ত আবেদনগুলো তহবিলের পর্যাপ্ততা ও যোগ্যতার মানদণ্ডের নিরিখে চূড়ান্তকরণ কমিটি উপযুক্ত শিক্ষার্থী নির্বাচনপূর্বক অনুমোদনের জন্য পরিচালনা বোর্ড সভায় সুপারিশ করবেন;

(৩) পরিচালনা বোর্ডের সভায় সুপারিশকৃত আবেদনপত্রগুলোর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন;

৭। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:

(ক) কৃতি ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের প্রভাব, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন/ পরিবর্তন ও পরবর্তী পরিকল্পনা/কর্মসূচি গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় ও ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ফাউন্ডেশন একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করবে;

(খ) ক্রীড়া ফেডারেশন সমন্বয় কমিটি ও জেলা কমিটির সদস্যগণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মসূচির নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন; এবং

(গ) জেলা ক্রীড়া অফিসারগণ প্রতি মাসে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করবেন।

৮। **কমিটিসমূহ:**

(ক) ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি প্রদানে জেলা যাচাই-বাছাই কমিটিঃ

১।	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
২।	পুলিশ সুপার	-	সদস্য
৩।	সিভিল সার্জন	-	সদস্য
৪।	উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর	-	সদস্য
৫।	উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	-	সদস্য
৬।	সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
৭।	সাধারণ সম্পাদক, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
৮-৯।	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন সাবেক ক্রীড়াবিদ ও ০১ (এক) জন ক্রীড়া সংগঠক (অন্যূন একজন নারী)	-	সদস্য
১০।	জেলা ক্রীড়া অফিসার	-	সদস্য-সচিব

কার্যাবলি

(১) জেলা কমিটির সদস্য-সচিব জেলা ক্রীড়া অফিসার অনলাইনে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট জেলার সকল আবেদন ডাউনলোড করে জেলা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা;

(২) অনলাইনে প্রাপ্ত ক্রীড়াসেবীদের আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি যেমন:-পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদ, মোবাইল নম্বর, ক্রীড়া সম্পৃক্ততার সনদপত্র, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়নপত্র, ব্যাংক ও শাখার নাম , হিসাব নম্বর, রাউটিং নম্বর ইত্যাদি যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করা;

(৩) ক্রীড়াসেবীদের যথাযথ তথ্যাদি কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে সভার কার্যবিবরণী, নির্বাচিত ক্রীড়াসেবীদের অগ্রাধিকার তালিকা এবং অনলাইন আবেদনসমূহ অনুমোদন করে ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করা;

(৪) জেলা বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

(খ) **ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি চূড়ান্তকরণ কমিটি:**

১।	নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	-	সভাপতি
২।	উপসচিব (ক্রীড়া-১), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩।	প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (উপসচিব পদ মর্যাদার)	-	সদস্য
৪।	প্রতিনিধি, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (উপসচিব পদ মর্যাদার)	-	সদস্য
৫।	প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (উপসচিব পদ মর্যাদার নিচে নয়)	-	সদস্য
৬।	প্রতিনিধি, ক্রীড়া পরিদপ্তর (উপপরিচালক পদ মর্যাদার নীচে নয়)	-	সদস্য
৭।	প্রতিনিধি, বিকেএসপি (উপপরিচালক পদ মর্যাদার নীচে নয়)	-	সদস্য
৮।	প্রতিনিধি, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (উপপরিচালক পদ মর্যাদার নীচে নয়)	-	সদস্য
৯।	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
১০-১২।	ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ ও ০২(দুই) জন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক	-	সদস্য
১৩।	সম্পাদক, ক্রীড়াজগত, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ		সদস্য
১৪।	নির্বাহী কর্মকর্তা, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন		সদস্য-সচিব

কার্যাবলি

(১) জেলা কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করে উপযুক্ত সংখ্যক আবেদনকারীকে নির্বাচন করা;

(২) জেলায় ক্রীড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনা করে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শেষে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা;

(৩) তহবিলের পর্যাপ্ততার উপর ভিত্তি করে আবেদনপত্রসমূহ বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশসহ উপস্থাপন করা।

৯। আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য বা প্রমাণাদি পরবর্তীতে সঠিক নয় বা ভূয়া বা জাল প্রমাণিত হলে ফাউন্ডেশন কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি প্রদান বাতিল করা হবে এবং প্রয়োজনে ফাউন্ডেশন যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

১০। অযোগ্যতা:

(ক) অনিয়মিত শিক্ষার্থী হলে; এবং

(খ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের সনদ সংযুক্ত না থাকলে;

(গ) ফাউন্ডেশন হতে ক্রীড়াভাতা প্রাপ্ত হলে।

১১। ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হওয়ার ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে কোনো অভিযোগ থাকলে নির্ধারিত ফরমেটে (তফসিল-০২) জেলা কমিটিকে অবহিত করতে হবে। জেলা কমিটি তা ফাউন্ডেশনকে অবহিত করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ দাখিল না করলে, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১২। ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এই নীতিমালায় বর্ণিত ৩, ৪, ৫, ৬, ৯, ১০ ও ১১ অনুচ্ছেদ অনুসরণ করতে হবে।

১৩। এই নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কোনো বিষয় ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হবে।

১৪। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে এই নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/সংযোজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

১৫। এ নীতিমালা জারির পর পূর্বে জারীকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৬। এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০২৫

"জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন)" এর ৭(ক)-এর দফা-(ই) অনুসারে 'অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাহাদের পরিবারের জন্য, ক্ষেত্রমত, পুরস্কার, অনুদান, চিকিৎসা সহায়তা, আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী চিকিৎসা/ আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:** এই নীতিমালা চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০২৫' নামে অভিহিত হবে।

২। **সংজ্ঞা:**

(ক) **'আইন'** অর্থ জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন);

(খ) **'ফাউন্ডেশন'** অর্থ ধারা-৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ক্রড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন;

(গ) **'ক্রীড়াসেবী'** অর্থ ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়া প্রশিক্ষক বা কোচ, র‍্যাফারি, জাজ বা আম্পায়ার, গ্রাউন্ডসম্যান, কৃতি ক্রীড়া শিক্ষার্থী বা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি ক্রীড়া, খেলাধুলা বা শরীরচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন বা রাখছেন;

(ঘ) **'পরিবার' অর্থ**—

(১) ক্রীড়াসেবী পুরুষ হইলে, তাঁহার স্ত্রী এবং মহিলা হইলে, তাঁহার স্বামী; এবং

(২) ক্রীড়াসেবীর সহিত একত্রে বসবাসরত এবং তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সন্তান-সন্ততিগণ এবং পিতা-মাতা;

(ঙ) **'ক্রীড়া সাংবাদিক'** অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি ক্রীড়া বিষয়ে লেখক, ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার, খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং ক্রীড়া প্রযোগিতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদপত্র, প্রিন্ট অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(চ) **'বোর্ড'** অর্থ জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন) এর ৬ ধারায় বর্ণিত 'পরিচালনা বোর্ড'।

৩। **আবেদনকরীর যোগ্যতা:**

(ক) নাগরিকত্ব: আবেদনকারীকে বাংলাদেশে বসবাসরত স্থায়ী নাগরিক হতে হবে;

(খ) খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে: যে সকল বাংলাদেশী ক্রীড়াবিদ আন্তর্জাতিক, জাতীয়, বিভাগীয় অথবা জেলা পর্যায়ে খেলাধুলায় নিম্নরূপ অবদান রেখেছেন বা রাখছেন তাঁরা ক্রীড়াভাতা প্রাপ্তির আবেদনের জন্য যোগ্য হবেন;

(১) যে কোনো ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় দলের সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ অথবা,

(২) যে কোনো ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপে কমপক্ষে ০১(এক) বার অথবা জাতীয় লীগের কমপক্ষে ০১(এক) বার অংশগ্রহণ অথবা,

(৩) বিভাগ অথবা জেলা পর্যায়ে কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কমপক্ষে ০৩(তিন) বছর/বার অংশগ্রহণ।

(গ) সংগঠকদের ক্ষেত্রে: যে সকল সংগঠক জাতীয়, বিভাগ, জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে কোনো ক্রীড়া ফেডারেশন বা ক্রীড়া সংস্থা বা ক্রীড়া ক্লাব বা অন্য কোনো ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের সাথে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছর সম্পৃক্ত ছিলেন বা আছেন;

(ঘ) কোচ/রেফারি/আম্পায়ারদের ক্ষেত্রে: যে সকল কোচ/রেফারি/আম্পায়ার জাতীয়, বিভাগ বা জেলা পর্যায়ে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছর কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেছেন বা করছেন।

(ঙ) মাঠকর্মীদের ক্ষেত্রে: যে সমস্ত মাঠকর্মী জাতীয়, বিভাগ বা জেলা স্টেডিয়ামে কমপক্ষে ০৭(সাত) বছর মাঠকর্মী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন বা আছেন;

(চ) ক্রীড়া সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে: যে সকল ক্রীড়া সাংবাদিক কমপক্ষে ০৭(সাত) বছর প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ক্রীড়ার মান উন্নয়নে বিশেষ ভুমিকা রেখেছেন বা রাখছেন।

(ছ) (ক)—(চ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবেদনকারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষে নিকট হতে (আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা/ক্রীড়া ফেডারেশন/জেলা ক্রীড়া সংস্থা/সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/ ইউনিয়ন পরিষদ) উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট প্রমাণক/ প্রত্যয়ন পত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

৪। **আবেদন প্রক্রিয়া:**

(ক) আগ্রহী ক্রীড়াসেবী বা তাঁর পরিবারের সদস্য মন্ত্রণালয় বা ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট-এর নির্দিষ্ট সেবা বক্সে প্রবেশ করে আবেদন ফরম সংগ্রহ করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদ, মোবাইল নম্বর, নিজস্ব হিসাব নম্বর, ব্যাংক ও শাখার নাম, রাউটিং নম্বর, বাৎসরিক আয়ের সনদপত্র, ক্রীড়া সম্পৃক্ততার সনদপত্র, অস্বচ্ছলতার প্রমাণপত্র, চিকিৎসাজনিত সনদ/প্রমাণক ইত্যাদি সংযুক্ত করে তফসিল-১ ডাকযোগে/সরাসরি আবেদন করবেন।

(খ) ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চলাকালে বা কোনো দুর্ঘটনায় আহত হলে বা গুরুতর অসুস্থ হলে চিকিৎসা সহায়তার জন্য ডাক্তারি সনদ ও অন্যান্য প্রমাণকসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ফেডারেশনের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করবেন।

৫। কমিটি:

(ক) চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা বিষয়ক বাছাই কমিটি।

১।	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
২।	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (ক্রীড়া অনুবিভাগ)	-	সদস্য
৩।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	-	সদস্য
৪।	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর	-	সদস্য
৫।	নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	-	সদস্য
৬।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন	-	সদস্য
৭।	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
৮-৯।	ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দুইটি ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০-১৩।	ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন সাবেক বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ২(দুই) জন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক (অন্যূন একজন নারী)	-	সদস্য
১৪।	নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	-	সদস্য-সচিব

কার্যাবলি

(১) দুরারোগ্য ব্যাধিকে অগ্রাধিকার দিয়ে অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তাঁর পরিবারকে সহায়তা প্রদানের সুপারিশ করা; এবং

(২) চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ক্রীড়াসেবীদের অর্থের পরিমাণসহ তালিকা পরবর্তী বোর্ড সভায় ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা;

৬। **চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতি:**

(ক) চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তার অর্থ ক্রীড়াসেবী বা তাঁর পরিবারের সদস্যের নামের ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) অথবা ক্রস চেক এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে;

(খ) মৃত ক্রীড়াসেবীদের ক্ষেত্রে ওয়ারিশের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হবে।

৭। আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি বা প্রমাণক সঠিক নয় বা জাল প্রমাণিত হলে ফাউন্ডেশন কর্তৃক তাৎক্ষনিকভাবে আবেদন বাতিল করা হবে এবং প্রয়োজনে ফাউন্ডেশন যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮। চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে কোনো অভিযোগ থাকলে নির্ধারিত ফরমেটে (তফসিল-০২) ফাউন্ডেশনের ভাইস-চেয়ারম্যানকে অবহিত করবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ দাখিল না করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৯। চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতি:

(ক) অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী বা তাঁদের পরিবারকে চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩, ৪, ৬, ৭ ও ৮ এ বর্ণিত বিধানাবলি অনুসরণ করা হবে;

(খ) ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক প্রাপ্ত আবেদনপত্র/আবেদনপত্রসমূহ সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন;

(গ) আবেদনের গুরুত্ব ও তহবিলের পর্যাপ্ততা বিবেচনাক্রমে বাছাই কমিটি সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সুপারিশ করতে পারবেন, যা ফাউন্ডেশনের পরবর্তী বোর্ড সভায় ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা হবে;

(ঘ) একজন ক্রীড়াসেবী বা তাঁর পরিবার সমগ্র জীবনে একবার চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্য হবেন, তবে বিশেষ বিবেচনার মাধ্যমে বাছাই কমিটি পুনরায় চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ করতে পারবেন;

(ঙ) জরুরি ভিত্তিতে ক্রীড়াবিদ ও তাঁর পরিবারকে চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা।

১০। এই নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কোনো বিষয় ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি কর যাবে।

১১। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে এই নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/সংযোজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

১২। এ নীতিমালা জারির পর পূর্বে জারীকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা রহিত বলে গণ্য হবে।

১৩। এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব-উল-আলম
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
কারিগরি শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ পৌষ ১৪৩২/০১ জানুয়ারি ২০২৬

নং **৫৭.০০.০০০০.০৫৪.৯৯.০০৬.২৫-০১**—কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন কক্সবাজার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ-এর ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন) মিজ্ রুম্পা দত্ত - কে ভারতীয় নাগরিক জনাব শমিত কবি (SAMIT KABI) (পাসপোর্ট নং S5360180) কে বিবাহ করবার জন্য অনুমতি প্রদান করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ অনুমতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল হাফিজ
উপসচিব।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৭.০০.০০০০.০০০.০৭৯.৯৯.০১৮১.০৮.৪**—উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর 'বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৫' সদয় অনুমোদিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, অনুমোদিত বিধিমালার ০১(এক) প্রস্থ পরবর্তী কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাঈমা খন্দকার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৫

(বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর দফা (ঢ), (ণ) দফা ও ৪১ নং ধারা দ্রষ্টব্য)

প্রস্তাবনা

যেহেতু বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ গঠন করা প্রয়োজন ও সমীচীন সেহেতু বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪১ অনুযায়ী বেগম রোকেয়া বিশ্বাবদ্যালয়, রংপুর এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ গঠনকল্পে এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হইলো।

১ম ভাগ
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ—(১) বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪১ অনুসারে প্রণীত অত্র বিধিমালাটি, "বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৫" নামে অভিহিত হবে।

২। এই বিধিমালাটি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর মহামান্য আচার্যের অনুমোদন লাভের সাথে সাথে কার্যকর হবে।

৩। এই বিধিমালাটি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর শিক্ষার্থীদের সংসদসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২। **সংজ্ঞা**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "উপ-বিধি" অর্থ এই গঠনতন্ত্রের কোনো বিধির অধীন উপ-বিধি

(খ) "কার্যনির্বাহী কমিটি" অর্থ হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির।

(গ) "কার্যনির্বাহী সদস্য" অর্থ হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য।

(ঘ) "কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ" অর্থ এই বিধিমালার ২য় ভাগের বিধি অনুসারে গঠিত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ

(ঙ) "গঠনতন্ত্র" অর্থ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠনতন্ত্র।

(চ) "দফা" অর্থ এই গঠনতন্ত্রের কোনো উপ-বিধির অধীন দফা;

(ছ) "নির্বাহী কমিটি" অর্থ এই বিধিমালার অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কমিটি।

(জ) "নির্বাহী সদস্য" অর্থ এই বিধিমালার অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ এর নির্বাহী কমিটি ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটিতে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্যগণ যারা কোনো বিভাগীয় সম্পাদক নন।

(ঝ) "পদধারী" অর্থ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর "কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ" এর নির্বাহী কমিটি ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটিগুলির সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদক।

(ঞ) "বিধি" অর্থ এই গঠনতন্ত্রের বিধির অধীন বিধি।

(ট) "শিক্ষার্থী" অর্থ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর শিক্ষার্থী।

(ঠ) "হল শিক্ষার্থী সংসদ" অর্থ এই বিধিমালার ৩য় ভাগের বিধি অনুসারে গঠিত বেগম রোকেয়া বিশ্বিবিদ্যালয, রংপুর এর বিভিন্ন আবাসিক হলের নামানুসারে গঠিত হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ।

(২) বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, আইন, ২০০৯ এর ০২ নং ধারায় যে সকল সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা এই বিধিমালার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(৩) এই বিধিমালার ২য় ভাগ হবে, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র।

(৪) এই বিধিমালার ৩য় ভাগ হবে, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠনতন্ত্র।

২য় ভাগ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র

১ম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ

১। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নাম**—বগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নাম হবে "বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ", যা অতঃপর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ হিসেবে অভিহিত হবে।

২। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—সংসদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:**

(ক) সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এই তিনটি মূলনীতিকে ধারণ ও লালন করা।

(খ) বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমের চর্চা ও বিকাশ ঘটানো।

(গ) একাডেমিক উৎকর্ষতা অর্জন ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে ভূমিকা রাখা।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীসহ দেশ-বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি এবং তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধনকে উৎসাহিত করা।

৩। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যাবলি—কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যাবলি নিম্নরূপ:**

(ক) কমনরুমের তত্ত্বাবধান, ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা, দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকী সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(খ) বছরে কমপক্ষে একটি জার্নাল প্রকাশ করা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বুলেটিন, সাময়িকী এবং পত্রিকা প্রকাশ করা।

(গ) বিতর্ক, নাটক, প্রামান্যচিত্র ও সুস্থধারার চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, সমকালীন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তৃতা বা আলোচনা সভা আয়োজন করা।

(ঘ) বছরে কমপক্ষে একবার বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। প্রতিযোগিতাগুলো অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে।

(ঙ) বছরে কমপক্ষে দুটি জনবক্তৃতা আয়োজন করা।

(চ) আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক ও শিক্ষা সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, প্রয়োজনে শিক্ষর্থীদের প্রেরণ করা।

(ছ) সামাজিক কাজের উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান করা, সমাজকল্যাণমূলক লেকচার, কর্মসূচি ও প্রদর্শনী আয়োজন করা।

(জ) জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন করা।

(ঝ) অন্যান্য সহশিক্ষামূলক কার্যাবলি সম্পাদন করা।

৪। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সদস্য**—(১) "বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর" এর শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার আওতায় "বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী" বলতে সেই সকল পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীকে বোঝানো হবে, যারা ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ স্নাতক কোর্সে ভর্তি হয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত আছেন।

(২) অত্র বিধির ১ নং উপ-বিধিতে বর্ণিত শিক্ষার্থীদের বাইরে সান্ধ্যকালীন কোর্স যথা: এমবিএ, ইএমবিএ, এমএড, পেশাদার/ নির্বাহী বা বিশেষ মাস্টার্স কোর্স, পিএইচডি বা সমমানের কোর্স, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স, ভাষা কোর্সসহ এ ধরনের অন্যান্য কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বলে গণ্য হবেন।

(৩) অত্র বিধির ১নং উপ-বিধিতে উল্লিখিত শর্ত পূরণকারী সকল শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের প্রতিটি সদস্য অত্র সংসদের সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ অত্র সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত সকল সুবিধা ভোগ করার অধিকারপ্রাপ্ত হবেন।

(৫) কোনো শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বহিষ্কৃত হলে, বা তার নাম কর্তন করা হলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে তার নিবন্ধন বাতিল করা হলে বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার ফলে তার শিক্ষাজীবনের অবসান হলে তিনি আর অত্র সংসদের সদস্য বলে গণ্য হবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষা জীবনের অবসান হবার পরেও নির্বাহী কমিটির কোনো শিক্ষার্থী-সদস্য ঐ কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

২য় অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটি

৫। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটি**—(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সকল কার্যক্রমের আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্ব (২) নং উপ-বিধি অনুসারে ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে।

(২) নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সাধারণ সম্পদক, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র বিষয়ক সম্পাদক, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক, ক্যারিয়ার ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, ক্রীড়া ও সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক, পরিবহণ সম্পাদক, প্রকাশনা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক এবং ০৩ জন নির্বাহী সদস্যের সমন্বয়ে নির্বাহী সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাদিক্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাধিকারবলে সভাপতি হবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংসদের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত হবেন। নির্বাহী কমিটির অবশিষ্ট সকল সদস্য সংসদের সদস্যদের মধ্য হতে তাদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

(৪) নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকমিটি গঠন করতে পারবে। কমিটির ৩ জন নির্বাহী সদস্য পালাক্রমে বিভিন্ন উপকমিটির সভাপতিত্ব করবেন। উল্লিখিত সভাপতি উপকমিটির কার্যক্রম নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন।

(৫) নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে দায়িত্বগ্রহণের দিন হতে এক বছর। তবে যদি নির্ধারিত সময় মতো নির্বাচন না হয়, নির্বাচিত ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ ৯০ দিন অথবা নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যেটি আগে শেষ হবে সেই সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন, এরপরে কেন্দ্রীয় সংসদ বিলুপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(৬) নির্বাহী কমিটির অনুমোদন ছাড়া নির্বাহী কমিটির কোনো পদধারী তার অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যতীত কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না।

(৭) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীদের পদায়ন, ছুটি মঞ্জুর এবং তাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী কমিটি সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করতে পারবে।

৬। **নির্বাহী কমিটির পদধারীদের দয়িত্ব ও কার্যাবলি**—(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি—

(ক) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভা ও নির্বাহী কমিটি সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(খ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ পরিচালনায় নির্ধারিত নিয়ম-কানুন অনুসরণ নিশ্চিত করবেন।

(গ) জরুরি অবস্থা, অচলাবস্থা বা গঠনতন্ত্র ভঙ্গের মতো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(ঘ) সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোনো মেয়াদের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রম স্থগিত রাখতে পারবেন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করবেন।

(২) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কোষাধ্যক্ষ—**

(ক) সংসদের তহবিল ব্যবস্থাপনার দয়িত্বে থাকবেন। তিনি নিশ্চিত করবেন যেন বাজেটের নীতি বহির্ভূত কোনো ব্যয় না হয়। তিনি ১৮ নং বিধিতে বর্ণিত তহবিল সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।

(খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(৩) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সভাপতি—**

(ক) সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় সংসদ ও নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করবেন।

(৪) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সম্পাদক—**

(ক) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সম্পত্তির দায়িত্বে থাকবেন।

(খ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের পক্ষ থেকে সকল যোগাযোগ পরিচালনা করবেন।

(গ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের যাবতীয় হিসাব যথাযথ ক্রমানুসারে সংরক্ষণ করবেন।

(ঘ) নির্বাহী কমিটি ও সংসদের সভার কার্যবিবরণী রংরক্ষণ করবেন।

(ঙ) নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।

(৫) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক—**

(ক) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যাবলি পরিচালনায় সাধারণ সম্পাদককে সার্বিক সহায়তা করবেন।

(খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) সভাপতি বা নির্বাহী কমিটি প্রদত্ত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করবেন।

(৬) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র বিষয়ক সম্পাদক ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ,১৯৯০ এর গণআন্দোলন, ২০২৪ এর ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থান এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।

(৭) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, বিজ্ঞান মেলা আয়োজন এবং বুলেটিন ও জার্নাল প্রকাশনাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিকল্পনা ও আয়োজন করবেন।

(খ) বৃক্ষরোপণসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(গ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যদের মাঝে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন রকম জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(৮) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের ক্যারিয়ার ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক—**

(ক) বছরে কমপক্ষে একবার চাকুরিমেলাসহ শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করবেন।

(খ) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশের সরকার, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কুইজ প্রতিযোগিতা, বিদেশ ভ্রমণ এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজনের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৯) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক—**

(ক) সংসদের বিতর্ক ও অন্যান্য সাহিত্য কার্যক্রমের দায়িত্বে থাকবেন এবং সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন।

(খ) প্রতি বছর কমপক্ষে একবার বা তার বেশি সংখ্যক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) আন্তঃবিভাগ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করবেন।

(১০) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সমাজসেবা ও ক্রীড়া সম্পাদক—**

(ক) শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা এবং বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা করবেন।

(খ) নিয়মিত খেলাধুলা অনুশীলন ও প্রতিযোগিতার জন্য বাজেট প্রস্তুত করবেন এবং তা সংসদের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্বাহী কমিটির কাছে উপস্থাপন করবেন।

(গ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, ভিন্নভাবে সক্ষম ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণসহ তাদের সার্বিক কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(ঘ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ কর্তৃক পরিচালিত স্কুলের কার্যক্রম তদারিকি করবেন এবং নির্বাহী কমিটির নির্দেশনা অনুসারে অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(১১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের পরিবহন সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন কমিটির তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন। তিনি অনুমোদিত রুটে শিক্ষার্থীদের পরিবহন পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

(১২) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের প্রকাশনা ও গবেষণা সম্পাদক**—

(ক) শিক্ষার্থীদের দ্বারা রচিত গবেষণা প্রবন্ধ/নিবন্ধ সংকলন করে শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদিত ন্যূনতম একটি সাময়িকী প্রতি বছর প্রকাশ করবেন।

(খ) গবেষণা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করবেন।

(গ) শিক্ষার্থীদের দ্বারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(১৩) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী সদস্যগণ**—

(ক) নির্বাহী কমিটির সকল সভায় উপস্থিত থাকতে ও ভোট প্রদান করতে পারবেন।

(খ) নির্বাহী কমিটির বিভিন্ন পদধারীদের জন্য নির্ধারিত দায়িত্বসমূহ ব্যতীত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) পর্যায়ক্রমে ০৫ নং বিধির ৪ নং উপ-বিধি অনুসারে বিভিন্ন উপকমিটিতে সভাপতিত্ব করবেন।

৩য় অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভা

১০। **সভা ও কোরাম**—(১) সংসদের দুই ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হবে, যথা:—

(ক) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভা

(খ) নির্বাহী কমিটির সভা

(২) ১২নং বিধির উপবিধি (১) এবং ১১নং বিধির উপ-বিধি (২) অনুসারে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভা ও নির্বাহী কমিটির সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

(৩) উভয় প্রকার সভায় সভাপতির নির্ধারণী ভোট প্রদানের অধিকার থাকবে।

১১। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী সমিটির সভা**—(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর যথাসম্ভব দ্রুত সভাপতি নির্বাচিত কমিটির প্রথম সভা আহবান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন থেকে উল্লিখিত সভা আহবানের মধ্যবর্তী সময় কোনোভাবেই ত্রিশ দিনের বেশী হবে না।

(২) নির্বাহী কমিটিকে প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার সভার আয়োজন করতে হবে।

(৩) নির্বাহী কমিটির সভায় কমিটির অর্ধেক সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হবে।

(৪) নির্বাহী কমিটির সভার তারিখের কমপক্ষে তিন দিন পূর্বে সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টার নোটিশেও নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করা যাবে।

(৫) সভাপতির অনুমোদন ছাড়া নির্বাহী কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠিত হবে না এবং সভাপতির পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোনো নতুন আলোচ্যসূচী সভায় আলোচনা করা যাবে না।

(৬) সহ-সভাপতি নির্বাহী কমিটির ন্যূনতম ১০ জন সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অনুরুদ্ধ হলে ০৩ দিনের মধ্যে সভাপতির অনুমোদনক্রমে নির্বাহী কমিটির সভার নোটিশ জারি করবেন।

১২। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভা**— (১) যদি কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের মোট সদস্যদের মধ্য হতে ন্যূনতম দশ শতাংশ সদস্য লিখিতভাবে সংসদের সাধারণ সভা আয়োজনের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করেন তাহলে সভাপতি সহ-সভাপতিকে তিন দিনের মধ্যে সাধারণ সভার নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিবেন। সাধারণ সভায় নির্বাহী কমিটির কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

(২) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভায় সংসদের সদস্যরা বিভিন্ন পদধারীর কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন।

১৩। **অনাস্থা প্রস্তাব**—কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভায় সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া নির্বাহী কমিটির অন্য যে কোনো পদধারী বা নির্বাহী সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে। অনাস্থা প্রস্তাব পাশের জন্য উপস্থিত সদস্যদের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন। প্রস্তাব পাশ হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের পদ শূন্য বলে গণ্য হবে এবং কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য ঐ শূন্যপদ ক্রমানুসারে কমিটির নির্বাহী সদস্যদের ক্রমানুযায়ী পূরণ করা হবে।

১৪। **সেশন**—বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সেশন কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা থেকে শুরু হবে।

৪র্থ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচন

১৫। **নির্বাচন কমিশন**—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপকদের মধ্য হতে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক পাঁচজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে।

(২) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ সিন্ডিকেটের অনুমোদনসাপেক্ষে সংসদের সভাপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

(৩) প্রধান নির্বাচন কমিশনার, কমিশনের অন্যান্য সদস্যের সাথে আলোচনা করে, আবাসিক হলের ভোটারদের ভোট গ্রহণ পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি হলের জন্য একজন রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন। রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন এবং নির্বাচন আয়োজনে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদন করবেন।

(৪) নির্বাহী কমিশন সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আচরণ বিধিমালা প্রস্তুত করবেন। এছাড়া, অত্র গঠনতন্ত্রের কোনো বিধির সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের স্বার্থে ১৬ নং বিধির সম্পূরক বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবে যা সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হলে কার্যকর হবে।

(৫) প্রধান নির্বাচন কমিশনার, কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করে, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবেন যেখানে নির্বাচনের দিন, তারিখ, স্থান, মনোনয়নপত্র দাখিল, প্রত্যাহার ও নিরীক্ষণের তারিখ এবং নির্বাচনের ফল ঘোষণার তারিখের সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আবাসিক হলসমূহে কোনো বুথ স্থাপন করা যাবে না। প্রতিটি হলের সকল ভোটারদের জন্য একাডেমিক ভবনে এক বা একাধিক ভোট গ্রহণ বুথ থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট হলের সদস্যরা শুধুমাত্র সেই বুথগুলোতেই ভোট প্রদান করতে পারবেন।

(৬) নির্বাচন কমিশন প্রতিটি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করবেন এবং ১৬নং বিধিতে বর্ণিত বিধিমালার আলোকে মনোনয়নপত্রের বৈধতা যাচাই করবেন। নির্বাচন কমিশন কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করলে সেই সিদ্ধান্ত ও তার কারণ সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্রে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। উল্লিখিত সিদ্ধান্ত প্রদানের ০১ দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী সংসদের সভাপতির নিকট আপীল করতে পারবেন এবং সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৭) নির্বাচন কমিশন বা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিয়োজিত নির্বাচন কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যালট পেপার যাচাই বাছাই এর সময় প্রার্থী বা তার এজেন্ট উপস্থিত থাকতে পারবে।

১৬। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি**— (১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির কোনো পদের নির্বাচনে প্রার্থী হবার যোগ্যতা অযোগ্যতা নিম্নরূপঃ—

(ক) অত্র গঠনতন্ত্রের ০৪ নং বিধিতে এ সংজ্ঞায়িত কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের প্রতিটি সদস্য অত্র বিধিতে বর্ণিত নিয়মাবলি অনুসরণপূর্বক নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ পদ ব্যতীত অন্য কোনো পদের নির্বাচনে প্রার্থী হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(খ) সংসদের কোনো সদস্য একসাথে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ বা হল সংসদের একাধিক পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।

(২) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে নিম্নবর্ণিত মনোনয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে—

(ক) নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছুক প্রার্থীকে একজন শিক্ষাথী-সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত হতে হবে এবং ভিন্ন আরেকজন শিক্ষার্থী-সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে।

(খ) মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় প্রার্থীকে লিখিতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সম্মতি প্রদান করতে হবে।

(গ) একজন প্রস্তাবক একই পদের একাধিক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে পারবেন না।

(ঘ) কোনো মনোনীত প্রার্থী যদি তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে চান, তবে তফসিল বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বহস্তে স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র জমা দিয়ে তা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচনে ভোট গ্রহণ, ব্যালট গণনা ও ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে:

(ক) রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ নির্বাচন পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) ব্যালট পেপার নিরীক্ষণ ও গণনার সময় প্রার্থী নিজে উপস্থিত থাকতে পারবেন অথবা অনুমোদিত প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন।

(গ) রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ ব্যালট পেপার নিরীক্ষণ ও গণনার পর প্রতিটি হলের নির্বাচনের ফলাফল নির্বাচন কমিনের নিকট পেশ করবেন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করবেন।

১৭। **নির্বাচন বিষয়ক অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকরণ**—নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো আপীল নিষ্পত্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডিন, প্রক্টর ও লিগ্যাল অফিসার-এর সমন্বয়ে একটি কমিটি থাকবে। এই কমিটি নির্বাচন সংক্রান্ত সকল অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫ম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল ব্যবস্থাপনা

১৮। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল**— (১) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ, সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি অনুসারে কোনো নিবন্ধিত কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ, অ্যালামনাই এবং কোনো শিক্ষানুরাগীর অনুদান সমন্বয়ে সংসদের তহবিল গঠিত হবে।

(২) প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে কোষাধ্যক্ষ প্রারম্ভিক স্থিতিসহ বর্তমান অধিবেশনের আয়-ব্যয়ের বিবরণ প্রস্তুত করবেন এবং তা সাধারণ সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন।

(৩) সাধারণ সম্পাদক অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকদের সহায়তায় একটি বাজেট প্রস্তুতি করবেন এবং দায়িত্ব নেওয়ার ২১ দিনের মধ্যে তা নির্বাহী কমিটির কাছে উপস্থাপন করবেন। বাজেট অনুমোদনের জন্য কমপক্ষে পাঁচ দিনের নোটিশে নির্বাহী কমিটির সভা ডাকা হবে। নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের পরই বাজেট কার্যকর হবে।

(৪) প্রাপ্তি-রশিদ, ব্যয়ের তথ্য, তারিখ এবং ভাউচার নম্বরসহ একটি সাধারণ হিসাব বই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদক পালন করবেন। নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি এই দায়িত্ব পালনে একজন সহকারী নিযুক্ত করতে পারবেন। এই হিসাব বই মাসে কমপক্ষে একবার কোষাধ্যক্ষ বরাবর নিরীক্ষণের জন্য জমা দিতে হবে।

(৫) কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য সম্পাদককে তাদের অনুকূলে বাজেটে বরাদ্দ অনুসারে অগ্রিম অর্থ প্রদান করবেন। সমন্বয়ের লক্ষ্যে সকল পদধারী প্রাপ্ত অর্থের রশিদ ও ভাউচারসহ আয় ব্যয়ের হিসাব সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করবেন যিনি তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। সাধারণ সম্পাদক সকল ভাউচারসহ সমন্বিত হিসাব কোষাধ্যক্ষ বরাবর জমা দিবেন।

(৬) কোষাধ্যক্ষ শুধু সেই সকল বিল পাস করবেন যেগুলো ভাউচার দ্বারা সমর্থিত এবং বিভাগীয় সম্পাদক দ্বারা নথিভুক্ত এবং সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বিভাগীয় সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সেই বিষয়ে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৯। **অডিট কমিটি**—(১) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালককে নিয়ে একটি অডিট কমিটি গঠন করা হবে, যা বছরে দুইবার হিসাব নিরীক্ষা করবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারন সম্পাদক এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন, তবে তিনি কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

(২) নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে রেজুলেশনের মাধ্যমে অডিট কমিটির সভা আহবানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ দিতে পারে।

(৩) অডিট কমিটির রিপোর্ট নির্বাহী কমিটির কাছে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন হবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন

২০। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন**— বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনের ক্ষমতা বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদালয়, রংপুর এর সিন্ডিকেটের উপর ন্যস্ত থাকবে যা বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর আইন, ২০০৯ এর ৪১ ধারায় বর্ণিত বিধি প্রণয়নের প্রক্রিয়া অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশক্রমে চ্যান্সেলরের অনুমোদনের পর কার্যকর হবে।

৭ম অধ্যায়

বিবিধ

২১। **জার্নাল ও অন্যান্য প্রকাশনা**—কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের জার্নাল, বুলেটিন, ম্যাগাজিন বা সাময়িকী পত্রিকার নীতিমালা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সম্পাদনা পর্ষদ থাকবে। প্রতিটি হল থেকে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষার্থী এবং উপচার্য কর্তৃক মনোনীত দুইজন শিক্ষক উক্ত পর্ষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে এই সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য থাকবেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি পদাধিকার বলে সম্পাদনা পর্ষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২২। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সহায়ক কর্মচারী**—(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে সংসদের সভাপতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী পদায়ন করবেন।

(২) সংসদের কর্মচারীদের ছুটি, বদলি, বরখাস্ত, অব্যাহতি, অপসারণসহ সকল প্রকার শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ ও কর্মচারীদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সংসদের সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকবে।

২৩। **অন্যান্য বিষয়**—কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্রে যে সব বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই, সেই সব বিষয় এই গঠনতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২৪। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।—কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্রে কোনো বিধির স্পষ্টীকরণ ও ব্যাখ্যার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের উপর ন্যস্ত হবে।

৩য় ভাগ

হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠনতন্ত্র

১ম অধ্যায়

হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ

১। **হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের নাম ও সংখ্যা**—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হলের সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি করে হল শিক্ষার্থী সংসদ গঠিত হবে এবং সংসদ সংশ্লিষ্ট হলের নাম অনুসারে প্রতিটি হল শিক্ষার্থী সংসদের নামকরণ করা হবে, যা অতঃপর হল সংসদ বলে অভিহিত হবে।

(২) **হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম**— শিক্ষার্থীদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হল শিক্ষার্থী সংসদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণে হল শিক্ষার্থী সংসদ নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করবে:

(ক) বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং বক্তৃতার আয়োজন।

(খ) পড়াশোনা ও ইনডোর গেমসের জন্য একটি কমনরুম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান।

(গ) সাহিত্য বিষয়ক কার্যক্রমের আয়োজন এবং বছরে ন্যূনতম একটি জার্নাল প্রকাশ।

(ঘ) নাটক, সঙ্গীত এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

(ঙ) সদস্যদের মাধ্যমে সামাজিক কাজ এবং ধর্মীয় কার্যক্রম ও অনুষ্ঠান পরিচালনা।

(চ) সদস্যদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন।

(ছ) বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন।

(জ) প্রয়োজন অনুযায়ী হল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত বা অনুমোদিত অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা।

৩। **হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্য**—(১) হল শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচনে "শিক্ষার্থী" বলতে সেসব পূর্নকালীন শিক্ষার্থীকে বোঝানো হবে যারা ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এ স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছেন এবং বর্তমানে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নরত। তারা অবশ্যই কোনো হলের আবাসিক শিক্ষার্থী বা হলের সাথে সংযুক্ত এবং সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানের আওতাভুক্ত হতে হবে।

(২) অত্র বিধির (১) নং উপবিধিতে বর্ণিত শর্তাবলি পূরণকারী শিক্ষার্থীরা হল সংসদের নির্বাচনে ভোটার হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(৩) অত্র বিধির (১) নং উপ-বিধিতে বর্ণিত শিক্ষার্থীরা ছাড়া সান্ধ্যকালীন কোর্স যথা:-এমবিএ, ইএমবিএ, এমএড ইত্যাদি, পেশাদার বা নির্বাহী বা বিশেষ মাস্টার্স, পিএইচডি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স, ভাষা কোর্স বা এ জাতীয় অন্য কোনো কোর্সের শিক্ষার্থীরা ভোটার হওয়ার যোগ্য নন।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ ও ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা ভোটার হতে পারবেন না।

(৫) অত্র বিধিতে বর্ণিত ভোটারগণ সংসদের হল নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে প্রার্থী হবার যোগ্য বলে গণ্য হবেন।

৪। **হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যপদ বিলোপ**— যে সব শিক্ষার্থীর নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা থেকে বাতিল, প্রত্যাহার বা অপসারণ করা হয়েছে, তারা হল সংসদের সদস্যপদ হারাবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার ফলে শিক্ষা জীবনের অবসান হবার পরেও কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো শিক্ষার্থী-সদস্য ঐ কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

২য় অধ্যায়
হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটি

৫। **হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন ও কার্যক্রম**—(১) প্রতিটি হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রম উপ-বিধি-২ অনুসারে গঠিত **১১** সদস্যের একটি কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

(২) কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং প্রকাশনা বিষায়ক সম্পাদক, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও পাঠকক্ষ সম্পাদক, ক্রীড়া ও সমাজসেবা সম্পাদক এবং ০৩ জন কার্যনির্বাহী সদস্যকে নিয়ে।

৩। সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া কার্যনির্বাহী কমিটির অবশিষ্ট সকল সদস্য সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত ও ঘোষিত দিনে হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

৪। হলের প্রভোস্ট পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি হবেন।

৫। সভাপতি সহকারী প্রভোস্টদের মধ্য হতে একজনকে কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ দিবেন।

৬। কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে এক বছর। তবে, নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন না হলে, তারা সর্বোচ্চ ৯০ দিন অথবা নতুন নির্বাচন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যেটি পূর্বে শেষ হবে সেই পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন। এরপরে সংসদ বিলুপ্ত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৬। **কার্যনির্বাহী কমিটির পদধারীদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি**—(১) হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি—

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা আহ্বান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ফলাফল ঘোষণার তারিখ ও উল্লিখিত সভার মধ্যবর্তী সময় কোনোভাবেই ত্রিশ দিনের বেশি হবে না।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(গ) সহ-সভাপতির পরামর্শক্রমে হল সংসদের সভা আহ্বান করবেন।

(ঘ) সভার আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করবেন।

(ঙ) হল সংসদ চালু রাখার জন্য অন্য যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(চ) সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে যেকোনো মেয়াদের জন্য হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রম স্থগিত রাখতে পারবেন।

(২) হল শিক্ষার্থী সংসদের কোষাধ্যক্ষ—

(ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে হল শিক্ষার্থী সংসদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের তহবিলের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং আর্থিক নীতিমালা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

(গ) হল শিক্ষার্থী সংসদের আর্থিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবেন এবং বাজেট অনুযায়ী ব্যয় হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

(ঘ) হল শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব-নিকাশ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করবেন।

(৩) হল শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সভাপতি—

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতির অধীন দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) সমাজসেবা ও ক্রীড়া সম্পাদক ব্যতীত অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকদের সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিকল্পনা সহ-সভাপতির মাধ্যমে কোষাধ্যক্ষের কাছে উপস্থাপন করবেন।

(ঘ) মেয়াদ শেষে, সাধারণ সম্পাদকের সহায়তায় হল সংসদের কার্যক্রম এবং আর্থিক হিসাবের প্রতিবেদন তৈরি করবেন, যা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

(৪) হল শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সম্পাদক—

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটি এবং হল সংসদের সকল সভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করবেন এবং তা সংরক্ষণ করবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের পরবর্তী অভ্যন্তরীণ সভায় অনুমোদনের জন্য কার্যবিবরণী উপস্থাপন করবেন।

(গ) হল শিক্ষার্থী সংসদের মুখপাত্র হিসেবে সকল যোগাযোগ করবেন।

(ঘ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সম্পদ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণ করবেন।

(৫) হল শিক্ষার্থী সংসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক—

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সম্পাদকের কার্যক্রমে সহায়তা করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি বা কার্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশে তিনি যেকোনো দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

(৬) হল শিক্ষার্থী সংসদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক—

(ক) সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন বিতর্ক, বক্তৃতা, আলোচনা সভা এবং সাহিত্য প্রতিযোগীতার আয়োজন করবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সাময়িকী প্রকাশনার দায়িত্বে থাকবেন।

(গ) হল শিক্ষার্থী সংসদের ম্যাগাজিনের সম্পাদক পরিষদের প্রধান হিসেবে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঘ) প্রতি বছর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করবেন।

(৭) হল শিক্ষার্থী সংসদের স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও পাঠকক্ষ সম্পাদক—

(ক) হল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণসহ হলের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সদ্যসদের মাঝে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(গ) হল শিক্ষার্থী সংসদের মালিকানাধীন বই এবং সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঘ) প্রতিদিনের প্রাপ্ত সংবাদপত্র ও সাময়িকীর তালিকা প্রকাশ করবেন।

(ঙ) পুরোনো বই ও সাময়িকী ইস্যু করা এবং তা ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থাও করবেন।

(চ) পাঠকক্ষের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তার ওপর থাকবে।

(৮) হল শিক্ষার্থী সংসদের ক্রীড়া ও সমাজসেবা সম্পাদক—

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের আওতাধীন খেলাধুলা এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন।

(খ) নিয়মিত হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যদের খেলাধুলার অনুশীলন পরিচালনা করবেন।

(গ) বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য বাজেট প্রস্তুত করবেন এবং সেই বাজেট নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

(ঘ) হল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক হলের ইনডোর গেমস রুমের তত্ত্বাবধান করবেন।

(ঙ) হল শিক্ষার্থী সংসদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, ভিন্নভাবে সক্ষম ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের হলের সকল কার্যক্রমে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণসহ তাদের সার্বিক কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালা করবেন।

(চ) সভাপতি বা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অন্যান্য সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৭। **হল শিক্ষার্থী সংসদের নিকট কার্যনির্বাহী কমিটির জবাবদিহিতা**—হল শিক্ষার্থী সংসদের যে কোনো সদস্য তিন দিনের নোটিশ দিয়ে নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত পদধারীকে তার দায়িত্ব সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে লিখিতভাবে প্রশ্ন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট পদধারী সেই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী সংসদ সভায় পাঠ করবেন, যা আলোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তবে এই প্রক্রিয়াটি হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৮। **অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে পদশূন্যতা**—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ছুটি, শরৎকালীন ছুটি এবং শীতকালীন ছুটি ব্যতীত কোনো নির্বাচিত পদধারী এক সেশনে একাধারে দশ সপ্তাহের বেশি সময় অনুপস্থিত থাকলে, তিনি তার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবে। তার স্থলে কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্যদের মধ্য হতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নতুন পদধারী নির্বাচিত হবেন।

(২) যেসব পদধারী কমপক্ষে চার মাস, দায়িত্ব পালন করেননি, তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন না। যদি কোনো পদধারী একাধারে দুই মাসের বেশি সময় অনুপস্থিত থাকেন, তবে কার্যনির্বাহী কমিটি তার স্থলে সাময়িকভাবে কমিটির কোনো কার্যনির্বাহী সদস্যকে দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করবে।

(৩) হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির পূর্বানুমতি ছাড়া কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো পদধারী একাধারে তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তিনি পদচ্যুত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে উক্ত পদের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করবেন।

(৪) কোনো নির্বাচত সদ্যস্যের নিয়মিত ছাত্রত্ব শেষ হলে তার পদশূন্য হয়েছে মর্মে গণ্য করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি তাকে স্বপদে বহাল থাকার অনুমতি প্রদান করতে পারবেন।

(৫) যেসব সদস্যের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা থেকে বাতিল করা হয়েছে এবং তা দুই মাসের মধ্যে পুনর্বহাল করা হয়নি, উক্ত সময় শেষে তাদের পদ শূন্য হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৯। **হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি**—হল শিক্ষার্থী সংসদের কোনো সম্পদ ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলে বা অবহেলাজনিত কারণে হারিয়ে ফেললে, অথবা কোনো সদস্য কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন ঘটলে, সহ-সভাপতি তা কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে অভিযোগ আকারে উপস্থাপন করার ক্ষমতা রাখবেন। অভিযোগের ভিত্তিতে করণীয় পদক্ষেপ কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারণ করবে।

১০। **হল শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির পদধারী অপসারণ**—(১) হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো নির্বাচিত শিক্ষার্থী সদস্য এই গঠনতন্ত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করলে বা নৈতিক স্খলনজনিত কোনো কার্যক্রমে অংশ নিলে, সভাপতি স্বপ্রণোদিত হয়ে কিংবা কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা বা শিক্ষার্থীর লিখিত অভিযোগ করলে তিনি তা তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির নিকট প্রেরণ করবেন।

(২) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি কর্তৃক উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রেরিত অভিযোগ প্রাপ্তির পর ২য় ভাগের ০৮ বিধি অনুসারে উল্লিখিত অভিযোগটি তদন্ত ও নিষ্পত্তি করা হবে।

১১। **অনাস্থা প্রস্তাব**—সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত অন্য যেকোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নির্বাহী কমিটির সদস্য বা পুরো নির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা বা নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে অনাস্থা আনা যেতে পারে। এটি আনতে হলে সংসদের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত সমর্থন থাকতে হবে। অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আহবানকৃত সভাটি তখনই বৈধ হবে, যখন সেখানে সংসদের মোট সদস্যের কমপক্ষে অর্ধেক উপস্থিত থাকবেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হবে, যদি উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তা অনুমোদন করেন। যাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস হবে, তারা তাদের পদ থেকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য থাকবেন। এ ধরনের প্রস্তাবের জন্য কমপক্ষে সাত দিনের পূর্ব নোটিশ প্রদান করতে হবে।

৩য় অধ্যায়

হল শিক্ষার্থী সংসদের সভা

১২। **হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাসমূহ**—(১) সংসদের দুই ধরনের সভা হবে, যথা:—

(ক) উন্মুক্ত সভা-যার মধ্যে বিতর্ক, বক্তৃতা, আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং

(খ) অভ্যন্তীণ সভা যা কেবল হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।

(২) যেকোনো আনুষ্ঠানিক সভার প্রথম কাজ হবে একই ধরনের পূর্বের সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা। নিশ্চিতকৃত কার্যবিবরণীকে সঠিক রেকর্ড হিসেবে গণ্য করা হবে।

(৩) হল শিক্ষার্থী সংসদের সকল সভায় সভাপতি, সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে কোষাধ্যক্ষ সংসদের যে কোনো সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(৪) হল শিক্ষার্থী সংসদ বা তার নির্বাহী কমিটির সভায় যিনি সভাপতিত্ব করবেন, তাকে সেই সভার সভাপতি বলা হবে।

(৫) চেয়ারম্যান হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে সকল ব্যাপারে এই গঠনতন্ত্রে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, সেই সকল ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

(৬) উন্মুক্ত সভার ক্ষেত্রে কোরাম প্রয়োজন হবে না, তবে বিতর্ক সভার জন্য ২৫ জন সদস্যের কোরাম অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

(৭) সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(৮) হল সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটি বা হল সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত তিন মাসের মধ্যে পুনর্বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা যাবে না, যদি না সেটি সভাপতির কোনো নোটিশের মাধ্যমে অথবা হল শিক্ষার্থী সংসদের মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়।

১৩। **হল শিক্ষার্থী সংসদের অভ্যন্তরীণ আলোচনা সভা**—

(১) সংসদের অভ্যন্তরীণ আলোচনা সভার জন্য ২৫ জন সদস্যের কোরাম প্রয়োজন হবে।

(২) যদি হল শিক্ষার্থী সংসদের কমপক্ষে ২৫ জন সদস্য বা মোট সদস্যসংখ্যার এক-দশমাংশ সদস্য এর মধ্যে যেটি কম সেই সংখ্যক সদস্য স্বাক্ষর করে অভ্যন্তরীণ আলোচনা সভার জন্য আবেদন করেন, তবে সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে সভার নোটিশ প্রদান করার নির্দেশ দেবেন। নোটিশ অবশ্যই সভার দুই দিন আগে প্রদান করতে হবে। তবে স্থগিতকৃত সভার জন্য কোনো নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

১৪। **অভ্যন্তরীণ সভায় আলোচনার পদ্ধতি**—(১) সভার প্রতিটি প্রস্তাব অবশ্যই একজন শিক্ষার্থী সদস্যের দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। সমর্থন না পেলে প্রস্তাবটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(২) কোনো সদস্য একটি প্রস্তাবের বিষয়ে একবারের বেশি বক্তব্য দিতে পারবেন না। তবে, প্রস্তাবকারী ভোটের আগে তার প্রস্তাবের উপর অন্যান্য সদস্যদের প্রশ্ন ও আলোচনার জবাব দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

(৩) মূল প্রস্তাবের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে। সংশোধনী দেওয়ার আগে যারা মূল প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছেন, তারা সংশোধনী প্রস্তাবের ওপরও বক্তব্য দিতে পারবেন। সংশোধনী নিয়ে আলোচনার পর, প্রস্তাবকারী ভোটের আগে তার প্রস্তাবের পক্ষে জবাব দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

(৪) চেয়ারম্যান সংশোধনী এবং মূল প্রস্তাব পড়ে শোনাবেন এবং প্রশ্ন করবেন, প্রস্তাবটি সংশোধিত হবে কি না? যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বিরোধিতা করেন, সংশোধনী বাতিল বলে গণ্য হবে এবং মূল প্রস্তাবের আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

(৫) যদি সংশোধনী গ্রহণ করা হয়, সংশোধিত প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তবে, যেসব সদস্য পূর্বে বক্তব্য দিয়েছেন, তারা পুনরায় বক্তব্য দিতে পারবেন না। কেবল প্রস্তাবকারী, তার বক্তব্যের আগে সংশোধনী বিষয়ে জবাব দেওয়ার অধিকার রাখবেন।

(৬) যদি কোনো সদস্য আলোচনা করতে চান, তবে তাকে বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর তার স্থান থেকে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে হবে। একাধিক সদস্য আলোচনা করতে আগ্রহী হলে, কে প্রথমে বক্তব্য রাখবেন, তা চেয়ারম্যান নির্ধারণ করবেন।

(৭) অন্য সদস্যদের মতো চেয়ারম্যানও প্রস্তাব বা সংশোধনী উত্থাপন এবং সভায় বক্তব্য দেওয়ার অধিকার রাখবেন।

(৮) আলোচনা চলাকালে কোনো সদস্য যেকোনো সময় চেয়ারম্যানের কাছে পয়েন্ট অব অর্ডার (নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ) তুলে ধরতে পারেন। যদি অন্য কোনো সদস্য বক্তৃতা করার সময় পয়েন্ট অব অর্ডার উত্থাপিত হয়, তবে বক্তাকে বক্তৃতা থামাতে হবে যতক্ষণ না চেয়ারম্যান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন। পয়েন্ট অব অর্ডারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ এখতিয়ার চেয়ারম্যানের হাতে থাকে। চেয়ারম্যান প্রয়োজনে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা অন্য কোনো সদস্যের অনুরোধে বক্তব্যরত সদস্যকে থামার নির্দেশ দিতে পারেন। যদি নির্দেশপ্রাপ্ত সদস্য চেয়ারম্যানের আদেশ উপেক্ষা করেন, তবে চেয়ারম্যান তাকে বসতে নির্দেশ দিতে পারেন। নির্দেশ অমান্য করলে চেয়ারম্যান সেই সদস্যকে অভিযুক্ত ঘোষণা করে সভা থেকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাখেন। বরখাস্তকৃত সদস্যকে সঙ্গে সঙ্গেই সংসদ প্রাঙ্গণ ত্যাগ করতে হবে।

(৯) কোনো প্রস্তাব বা সংশোধনী ভোটের জন্য উপস্থাপন করা হলে, চেয়ারম্যান সদস্যদের মতামত জানতে হাত তোলার মাধ্যমে ভোট নিবেন এবং ফলাফল ঘোষণা করবেন। যদি কোনো সদস্য উক্ত ফলাফলে সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি তার স্থানে দাঁড়িয়ে বিভক্তি ভোটের দাবি তুলতে পারবেন। চেয়্যারম্যান সেক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' পক্ষের জন্য দুটি এবং 'না' পক্ষের জন্য দুটি গণনাকারী নির্বাচন করবেন। গণনাকারীরা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং ভোট দিতে ইচ্ছুক সদস্যরা তাদের আসন থেকে উঠে গিয়ে যে পক্ষের সঙ্গে ভোট দিতে চান, সে পক্ষের গণনাকারীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন। ভোট শেষে গণনাকারীরা তাদের আসনে ফিরে যাবেন এবং প্রতিটি পক্ষের ভোটসংখ্যা কাগজে লিখে চেয়ারম্যানের নিকট জমা দিবেন, যিনি ফলাফল ঘোষণা করবেন এবং সভা মূলতবি করবেন।

(১০) চেয়ারম্যান ভোট দেওয়ার অধিকার রাখেন। যদি ভোটের সংখ্যা সমান হয়, তবে চেয়ারম্যানের বিশেষ ভোট চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৫। **হল শিক্ষার্থী সংসদের বিতর্ক সভা**—(১) বিতর্ক সভা সাধারণভাবে পাক্ষিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

(২) বিতর্কের বিষয় বিতর্ক সভার কমপক্ষে দুই দিন পূর্বে নোটিশ আকারে জানানো হবে এবং এই নোটিশে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষর থাকতে হবে।

১৬। **বিতর্ক সভায় আলোচনা পদ্ধতি**—(১) বিতর্ক সভায় কোনো বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে ১৪ নং বিধির (১), (৮) এবং (৯) নং উপ-বিধি প্রযোজ্য হবে।

(২) বিতর্কে প্রস্তাবের জন্য সংশোধনী প্রস্তাব করতে চাওয়া সদস্যকে প্রথমে সেটি লিখিতভাবে চেয়ারম্যানের নিকট জমা দিতে হবে এবং চেয়ারম্যানের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। চেয়ারম্যান অপ্রয়োজনীয় বা ভিত্তিহীন সংশোধনী বাতিল করার অধিকার রাখবেন।

(৩) যদি আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যায়, তাহলে চেয়ারম্যান সংসদের পরিস্থিতি বিবেচনা করে বক্তৃতার সময় সীমিত করতে পারেন। তিনি আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করে প্রস্তাবককে জবাব দেওয়ার জন্য আহবান করতে পারেন, অথবা আলোচনাটি পরবর্তী সভার জন্য মুলতবি করতে পারেন।

(৪) বিতর্ক শেষে চেয়ারম্যান প্রস্তাবের শর্তগুলো পাঠ করবেন এবং ১৪ নং বিধির (৯)নং উপ-বিধি অনুসরণ করবেন।

৪র্থ অধ্যায়

হল শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল

১৭। **হল শিক্ষার্থী সংসদের বার্ষিক বাজেট**—(১) কার্যনির্বাহী কমিটি একটি ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুত করবে এবং তা দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে সংসদের সামনে উপস্থাপন করবে।

(২) বাজেট সভার কমপক্ষে দুই দিন আগে খসড়া বাজেট নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে। বাজেট পর্যালোচনার জন্য সংসদের আহবানকৃত সভায় সদস্যরা বাজেটে পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার রাখবেন। সভাপতি এই প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করবেন এবং তা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন অথবা নাও করতে পারেন। সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত এবং গৃহীত বাজেট ওই সেশনের জন্য সংসদের চূড়ান্ত বাজেট বলে বিবেচিত হবে।

(৩) রংপুরের বাইরে কোনো হল টিম পাঠানো বা রংপুরে আসা অন্য কোনো টিমকে আপ্যায়নের জন্য যে কোনো অতিরিক্ত ব্যয়, এমনকি তা বাজেটে উল্লেখ থাকলেও, সভাপতির বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত ব্যয় করা যাবে না।

১৮। **হল শিক্ষার্থী সংসদের অডিট কমিটি**—সংসদের হিসাব নিরীক্ষণের জন্য একটি অডিট কমিটি গঠন করা হবে। কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত হল সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ভিন্ন তিনজন সহকারী প্রভোস্ট নিয়ে অডিট কমিটি গঠন করবেন। তিনজনের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠতম তিনি কমিটির চেয়ারম্যান হবেন। এই কমিটি তাদের প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা সভাপতির কাছে জমা দিবে, এবং সভাপতি তা কার্যনির্বাহী কমিটির সামনে পর্যালোচনা ও মতামতের জন্য উপস্থাপন করবেন এরপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫ম অধ্যায়

হল শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচন

১৯। **হল শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচনী বিধি**—(১) হল সংসদের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি নিয়মিত শিক্ষার্থী সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ্যের পদ ব্যতীত অন্য যে কোনো পদে প্রার্থী হতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রার্থী একসাথে একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

(২) নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক প্রত্যেক সদস্যকে অপর একজন শিক্ষার্থী সদস্যের মাধ্যমে প্রস্তাবিত হতে হবে এবং ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ভিন্ন আরেকজন শিক্ষার্থী সদস্যের লিখিত সমর্থন পেতে হবে।

(৩) প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় নির্বাচনে প্রার্থিতা করতে সম্মতি প্রদান করতে হবে।

(৪) একজন শিক্ষার্থী সদস্য ভিন্ন ভিন্ন পদের একাধিক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে পারবেন, একই কথা প্রস্তাব সমর্থনকারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(৫) হল সংসদের নির্বাচন কেন্দ্রীয় সংসদের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হবে এবং এই নির্বাচন কমিশনই ২য় ভাগের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৫ ধারা অনুসরণ করে নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

হল শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন

২০। **হল শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন**—যেই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে সেই একই প্রক্রিয়া হল শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০০০.০৭৯.৯৯.০১২২.১৯.৩—উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৫" সদয় অনুমোদিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, অনুমোদিত বিধিমালার ০১ (এক) প্রস্থ পরবর্তী কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাঈম খন্দকার

সিনিয়র সহকারী সচিব।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৫

(জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫ এর ধারা ৩৭ এর দফা (ড) ও (ঢ) দফা এবং ৩৮নং ধারা দ্রষ্টব্য)

প্রস্তাবনা

যেহেতু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ গঠন করা প্রয়োজন ও সমীচীন। সেহেতু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫ এর ধারা নং ৩৭ এর দফা (ড) ও (ঢ) এবং ৩৮নং ধারা অনুযায়ী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ গঠনকল্পে এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হইলো;

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ**—(১) অত্র বিধিমালাটি, "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৫" নামে অভিহিত হইবে।

২। এই বিধিমালাটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর মহামান্য আচার্যের অনুমোদন লাভের পর কার্যকর হইবে।

৩। এই বিধিমালাটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষার্থীদের সংসদসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫,

(খ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, নির্বাহী বিভাগ, এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত এবং বিশ্ববিদ্যালয় এর সিন্ডিকেট,

(গ) "কার্যনির্বাহী কমিটি" অর্থ হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটি,

(ঘ) "কার্যনির্বাহী সদস্য" অর্থ হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য,

(ঙ) "কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ" অর্থ এই বিধিমালার ২য় ভাগের বিধি অনুসারে গঠিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ,

(চ) "গঠনতন্ত্র" অর্থ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠনতন্ত্র,

(ছ) "নির্বাহী কমিটি" অর্থ এই বিধিমালার অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কমিটি,

(জ) "নির্বাহী সদস্য" অর্থ এই বিধিমালার অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ এর নির্বাহী কমিটির নির্বাহী সদস্যগণ যারা কোনো বিভাগীয় সম্পাদক নন,

(ঝ) "নিয়মিত শিক্ষার্থী" অর্থ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর সেই সকল শিক্ষার্থী যারা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্নাতক প্রোগ্রামের ১ম বর্ষ ১ম সেমিষ্টারে ভর্তি হইয়া স্নাতক পর্যায়ের যে কোনো বর্ষে অধ্যয়নরত অথবা স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত,

(ঞ) "পদধারী" অর্থ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর "কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ" এর নির্বাহী কমিটি ও "হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ এর কার্যনির্বাহী কমিটিগুলোর সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদক,

(ট) "বিধি", "উপ-বিধি" ও "দফা" অর্থ যথাক্রমে এই বিধিমালার কোনো বিধি, উপবিধি এবং দফা।

(ঠ) "হল শিক্ষার্থী সংসদ" অর্থ এই বিধিমালার ৩য় ভাগের বিধি অনুসারে গঠিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলের নামানুসারে গঠিত হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ।

২। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫ এ উল্লিখিত শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহ উক্ত আইনে যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে উল্লিখিত শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহ অত্র বিধিমালাতেও একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। এই বিধিমালার ২য় ভাগ হইবে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র।

৪। এই বিধিমালার ৩য় ভাগ হইবে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠনতন্ত্র।

দ্বিতীয় ভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র

প্রথম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ

১। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নাম।**—জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নাম হইবে "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ"।

২। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।—কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:**

(ক) ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ ও প্রচার করা এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জাতীয় ঐক্যের চেতনাকে দৃঢ় করা।

(খ) সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এই তিনটি মূলনীতিকে ধারণ ও লালন করা।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগ, ইনস্টিটিউট, হল এবং হোস্টেলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমের চর্চা ও বিকাশ ঘটানো এবং শিক্ষার্থী-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একাডেমিক উৎকর্ষতা অর্জন ও সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সর্বোপরি শিক্ষা ও গবেষণার গুণগতমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

(ঙ) শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়িয়া তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে ভূমিকা রাখা।

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের (যদি থাকে) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষামূলক ও সাংগঠনিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা; পাশাপাশি দেশ-বিদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার প্রকাশ, পারস্পরিক সহনশীলতা এবং তার চর্চার পরিবেশ তৈরি করা।

(জ) বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীসহ দেশ-বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি এবং তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধনকে উৎসাহিত করা।

৩। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যাবলি**— কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যাবলি নিম্নরূপ:—

(ক) শিক্ষার্থীদের জন্য কমনরুমের ব্যবস্থা করা, যেখানে ইনডোর গেমস, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও পাঠসামগ্রীর ব্যবস্থা থাকিবে।

(খ) বিনোদন ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(গ) শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে শিক্ষার্থীদের জন্য বুলেটিন, ম্যাগাজিন, নিউজলেটার বা অন্যান্য প্রকাশনা বছরে অন্ততঃ একবার প্রকাশ করা। শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা ও ক্যারিয়ার মেলার আয়োজন করা। শিক্ষার্থী, লেখক, শিল্পী ও সাংবাদিকদের মত প্রকাশের জন্য যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(ঘ) বিতর্ক, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিক্ষামূলক বক্তৃতার আয়োজন করা। আন্তঃবিভাগ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, প্রবন্ধ রচনা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক ও শিক্ষা সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা। এছাড়া, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানাইয়া যৌথ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ে সুযোগ তৈরি করা।

(চ) সামাজিক সেবার চেতনা গড়ে তুলতে কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। যেমন-কমিউনিটি পরিষেবা, মেডিকেল ক্যাম্প, পরিবেশগত সচেতনতা কার্যক্রম ইত্যাদি। সদস্যদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কল্যাণমূলক বক্তৃতা, প্রদর্শনী ও সেমিনারের আয়োজন করা।

(ছ) সদস্যদের নেতৃত্ব, যোগাযোগ ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা, যাহাতে তাহারা সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারে।

(জ) বিশিষ্ট পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য অতিথি বক্তৃতা, পরামর্শমূলক কর্মসূচি ও নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের আয়োজন করা।

(ঝ) সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত উদযাপনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য সৃষ্টি করা। বিভিন্ন জাতিগত ও সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকল শিক্ষার্থীদের জন্য সংসদের সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(ঞ)শিক্ষার্থীদের সকল কার্যক্রমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এবং সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী থেকে আসা শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা।

(ট) শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও আগ্রহের ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে এই বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সদস্য হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।**—(১) "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়" এর স্নাতক **১**ম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্নাতক প্রোগ্রামের **১**ম বর্ষ **১**ম সেমিস্টারে ভর্তি হইয়া স্নাতক পর্যায়ের কোনো বর্ষে অধ্যয়নরত অথবা স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত যে কোনো নিয়মিত শিক্ষার্থী উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ এর সদস্য হইবার ও সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়" এর নিম্নবর্ণিত শিক্ষার্থীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ এর সদস্য হইবার ও সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যথা:

(ক) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সান্ধ্যকালীন কোর্স যথা: এমবিএ, ইএমবিএ, এমএড, অথবা কোনো পেশাদার/নির্বাহী বা বিশেষ মাস্টার্স কোর্স, অথবা এমফিল ও পিএইচডি বা সমমানের কোর্সসমূহ, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সসমূহ, ভাষা কোর্সসহ এ ধরণের অন্যান্য কোর্সে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীরা;

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইন অনুসারে নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো সংগঠনের সদস্য;

(গ) শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কৃত বা শাস্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কোনো কলেজ বা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী।

(৩) অত্র বিধির **১**নং উপ-বিধিতে উল্লিখিত শর্ত পূরণকারী সকল নিয়মিত শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থী হইবার যোগ্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৪) কোনো নিয়মিত শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বহিষ্কৃত হইলে, বা তাহার নাম কর্তন করা হইলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে তাহার নিবন্ধন বাতিল করা হইলে বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলে তাহার শিক্ষাজীবনের অবসান হইলে তিনি আর অত্র সংসদের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলে শিক্ষার্থী-জীবনের অবসান হইবার পরেও নির্বাহী কমিটির কোনো শিক্ষার্থী-সদস্য ঐ কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটি

৫। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটি।**—(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সকল কার্যক্রম আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্ব (২) নং উপ-বিধি অনুসারে ২৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পদক, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, পরিবহণ সম্পাদক, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক, পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক এবং ০৭ জন নির্বাহী সদস্যের সমন্বয়ে। নির্বাহী সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা তাহাদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ পদাধিকার বলে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ হইবেন। নির্বাহী কমিটির বাকি সকল সদস্য সংসদের সদস্যদের মধ্য হতে তাদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন।

(৪) নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকমিটি গঠন করিতে পারবে। কমিটির ৭ জন নির্বাহী সদস্য পালাক্রমে বিভিন্ন উপকমিটির সভাপতি হইবেন। উল্লিখিত সভাপতি উপকমিটির কার্যক্রম নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিবেন।

(৫) নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে কমিটি কর্তৃক দায়িত্বের গ্রহণের দিন হইতে ৩৬৫ দিন। উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বের ৪৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। তবে অনিবার্য কারণে যদি নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে নির্বাচিত ব্যক্তিরা তাহাদের মেয়াদান্তে সর্বোচ্চ ৬০ দিন অথবা নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যেটি পূর্বে শেষ হইবে সেই সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন, এরপরে কেন্দ্রীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) নির্বাহী কমিটির অনুমোদন ছাড়া নির্বাহী কমিটির কোনো পদধারী তাহার অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যতীত কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারিবেন না।

(৭) কেন্দ্রীয় সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীদের পদায়ন, ছুটি মঞ্জুর এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী কমিটি সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

৬। **নির্বাহী কমিটির পদধারীদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।**—(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি—

(ক) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভা ও নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(খ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ পরিচালনায় নির্ধারিত নিয়ম-কানুন অনুসরণ নিশ্চিত করিবেন।

(গ) জরুরি অবস্থা, অচলাবস্থা বা গঠনতন্ত্র ভঙ্গের মতো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(ঘ) সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোনো মেয়াদের জন্য কেন্দ্রীয় সংসদের কার্যক্রম স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন।

(২) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কোষাধ্যক্ষ**।—

(ক) সংসদের তহবিল ব্যবস্থাপনার দয়িত্বে থাকিবেন। তিনি নিশ্চিত করিবেন যেন বাজেটের নীতি বহির্ভূত কোনো ব্যয় না হয়। তিনি ১৮ নং বিধিতে বর্ণিত তহবিল সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করিবেন।

(খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সভাপতি**।—

(ক) সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) সংসদের সকল কার্যক্রম সমন্বয় করিবেন।

(গ) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের সাথে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করিবেন।

৪। **(কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সম্পাদক)**—

(ক) সভাপতির অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় সংসদ এর সাধারণ সভা ও নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করিবেন এবং নির্বাহী কমিটির সকল সভা ও কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভাসহ অন্যান্য সকল সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করিবেন।

(খ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের পক্ষ থেকে সকল যোগাযোগ পরিচালনা করিবেন।

(গ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সম্পত্তির দায়িত্বে থাকিবেন এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের যাবতীয় হিসাব যথাযথ ক্রমানুসারে সংরক্ষণ করিবেন ও কোষাধ্যক্ষকে অর্থ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

(ঘ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের বাৎসরিক ও খণ্ডকালীন কর্মসূচির জন্য বাজেটের খসড়া তৈরি করিবেন এবং অর্থনৈতিক প্রস্তাবসমূহ প্রস্তুত করিয়া কোষাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করিবেন।

(ঙ) বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দের পরামর্শক্রমে তাহাদের সহযোগিতায় প্রত্যেক প্রকল্প, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষাসফর ইত্যাদির জন্য আয়-ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত করিবেন এবং ব্যয়ের রেকর্ড সংগ্রহ ও উপস্থাপন করিবেন।

৫। **(কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক)**—

(ক) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যাবলি পরিচালনায় সাধারণ সম্পাদককে সার্বিক সহায়তা করিবেন।

(খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) সভাপতি বা নির্বাহী কমিটি প্রদত্ত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করিবেন।

(৬) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক**—

(ক) ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ এর গণআন্দোলন, ২০২৪ এর ছাত্রজনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করিবেন।

(খ) এতদ্‌সংক্রান্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, বিতর্ক, প্রদর্শনী এবং প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন।

(গ) মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বিষয়ক গবেষণা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করিবেন।

(ঘ) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

(৭) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক**।—

(ক) শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা প্রশিক্ষণ, নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করিবেন।

(খ) শিক্ষার্থীদের দ্বারা রচিত প্রবন্ধ সংকলন করিয়া শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদিত ন্যূনতম একটি সাময়িকী প্রতি বছর প্রকাশ করিবেন।

(গ) শিক্ষার্থীদের দ্বারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(৮) **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক**।—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার বিজ্ঞান মেলা আয়োজন এবং বুলেটিন ও জার্নাল প্রকাশনাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন: প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, সফটওয়্যার ও অ্যাপস তৈরির প্রতিযোগিতা আয়োজন করিবেন।

(৯) <u>কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক</u>—

(ক) ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(খ) জনস্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(১০) <u>কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক</u>—

(ক) শিক্ষার্থীদের জন্য সাংবিধানিক আইন, মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক আইনসহ একজন সুনাগরিক হিসাবে জানা প্রয়োজন এমন দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় আইন বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(খ) শিক্ষার্থীদের চিন্তা, বিবেক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ অন্যান্য মানবাধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(১১) <u>কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক</u>—

ক) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে বিভিন্ন দেশের সরকার, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করিবেন।

(খ) দেশ ও দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবেন এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজনের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(১২) <u>কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক</u>—

(ক) সংসদের বিতর্ক ও অন্যান্য সাহিত্য কার্যক্রমের দায়িত্বে থাকিবেন এবং সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করিবেন।

(খ) প্রতি বছর অন্তত একবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) আন্তঃবিভাগ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করিবেন।

(ঘ) সাহিত্য পত্রিকা, সাময়িকী, দেয়ালিকা ইত্যাদি প্রকাশ করিবেন।

(১৩) <u>কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক</u>—

(ক) শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা এবং বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন।

(খ) নিয়মিত খেলাধুলা অনুশীলন ও প্রতিযোগিতার জন্য বাজেট প্রস্তুত করিবেন এবং তা সংসদের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্বাহী কমিটির কাছে উপস্থাপন করিবেন।

(১৪) <u>কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের পরিবহণ সম্পাদক</u>—

(ক) বিশ্বাবিদ্যালয়ের পরিবহন কমিটির তত্ত্বাবধানে কাজ করিবেন।

(খ) তিনি অনুমোদিত রুটে শিক্ষার্থীদের পরিবহন পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবেন।

(১৫) <u>কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক</u>—

(ক) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে অভিগম্যতা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণসহ তাহাদের সার্বিক কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(খ) জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখিবেন ও শিক্ষার্থীদের জীবনমান উন্নয়নে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(গ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ কর্তৃক পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (যদি থাকে) তদারকি করিবেন এবং নির্বাহী কমিটির নির্দেশনা অনুসারে অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(১৬) <u>কেন্দ্রীয়সংসদের পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক</u>—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারের পরিবেশ উন্নত করা, প্রয়োজনীয় পুস্তক ও রিসোর্স সংগ্রহে পদক্ষেপ নেওয়া, শিক্ষার্থীদের পাঠাগার ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া এবং পাঠাগারের সেবাকে আরো সহজলভ্য ও যুগোপযোগী করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিককে সহায়তা করিবেন।

(খ) শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা ও পাঠচক্রের আয়োজন করিবেন এবং এইসব কর্মসূচির পরিকল্পনা, সমন্বয় ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান করিবেন।

(১৭) <u>কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী সদস্যগণ</u>—

(ক) নির্বাহী কমিটির সকল সভায় উপস্থিত থাকিতে ও ভোটপ্রদান করিতে পারিবেন।

(খ) নির্বাহী কমিটির বিভিন্ন পদধারীদের জন্য নির্ধারিত দায়িত্বসমূহ ব্যতীত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) পর্যায়ক্রমে ০৫ নং বিধির ৪নং উপ-বিধি অনুসারে বিভিন্ন উপ-কমিটিতে সভাপতিত্ব করিবেন।

৭। **অনুপস্থিতি ও অন্যান্য কারণে নির্বাহী কমিটির সদস্যপদ শূন্য হওয়া।**—(১) নির্বাহী কমিটির কোনো নির্বাচিত পদধারী যদি পর পর তিনটি সভায় সভাপতির অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তাহার সদস্যপদ বাতিল হইবে।

(২) কমিটির কোনো নির্বাচিত পদধারী পদত্যাগ করিলে, মৃত্যুবরণ করিলে, অথবা দায়িত্ব থেকে অপসারিত হইলে তাহার পদ শূন্য হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) অনুসারে কোনো পদধারী পদ শূন্য হইলে সংশ্লিষ্ট কমিটির বাকি মেয়াদের জন্য ঐ শূন্য পদ কমিটির নির্বাহী সদস্যদের ক্রমানুসারে পূরণ করা হইবে।

৮। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সদস্যদের অপসারণ।**—(১) নির্বাহী কমিটির কোনো নির্বাচিত শিক্ষার্থী সদস্য এই গঠনতন্ত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করিলে বা নৈতিক স্খলনজনিত কোনো কার্যক্রমে অংশ নিলে, সভাপতি স্বপ্রনোদিত হইয়া কিংবা কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা বা শিক্ষার্থীর লিখিত অভিযোগ পাইলে উপ-বিধি (২) অনুসারে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অভিযোগ তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ, জ্যেষ্ঠতম ডীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হইবে। কোষাধ্যক্ষ ও আইন কর্মকর্তা যথাক্রমে তদন্ত কমিটির সভাপতি ও সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন। জেষ্ঠ্যতম ডীন শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে তাহার পরবর্তী ডীন তদন্ত কমিটির সদস্য হইবেন ।

(৩) তদন্ত কমিটি সভাপতির নিকট হইতে তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত সদস্যকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিষয়ে শুনানীর সুযোগ দিয়ে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন। অনিবার্য কোনো কারণে ০৭ দিনের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম শেষ করিতে না পারিলে কমিটি সভাপতির নিকট আরও ০৩ কার্যদিবস সময় বৃদ্ধির আবেদন করিতে পারিবে। উল্লিখিত সময় শেষে তদন্ত কমিটি সভাপতির নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুসারে করা তদন্তে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, সভাপতি তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত সদস্যকে অপসারণের জন্য সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করিবেন।

(৫) সিন্ডিকেট উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত সুপারিশ অনুমোদন করিলে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত সদস্যের পদ শূন্য হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৬) তদন্ত কমিটি গঠনের তারিখ হইতে অভিযুক্ত সদস্যের পদ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিবে। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হইলে সভাপতি সাময়িক স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করিবেন।

৯। **সাময়িকভাবে অনুপস্থিত নির্বাচিত পদধারীদের শূন্যপদ পূরণ।**—(১) সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অন্য কোনো সম্পাদক যদি তাহার মেয়াদকালে এক মাসের বেশি সময় অনুপস্থিত থাকেন, তবে সভাপতি কমিটির ০৩ জন নির্বাহী সদস্যদের মধ্য হইতে কোনো সদস্যকে অস্থায়ীভাবে ঐ পদে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অন্য কোনো সম্পাদক যদি এক মাসের কম সময় অনুপস্থিত থাকেন, তবে তিনি সভাপতির অনুমোদনক্রমে তাঁহার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কমিটির কোনো নির্বাহী সদস্যকে মনোনীত করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভা

১০। **সভা ও কোরাম**—(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের দুই ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যথা:—

(ক) সাধারণ সভা

(খ) নির্বাহী কমিটির সভা

(২) ১২নং বিধির উপবিধি (১) এবং ১১নং বিধির উপ-বিধি (২) অনুসারে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভা ও নির্বাহী কমিটির সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

(৩) উভয় প্রকার সভায় সভাপতির নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৪) যে-কোনো আনুষ্ঠানিক সভার প্রথম কাজ হইবে একই ধরনের পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা। নিশ্চিতকৃত কার্যবিবরণীকে সঠিক রেকর্ড হিসেবে গণ্য করা হইবে।

১১। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী সমিটির সভা।**—(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর যথাসম্ভব দ্রুত সভাপতি নির্বাচিত কমিটির প্রথম সভা আহবান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন হইতে উল্লিখিত সভা আহবানের মধ্যবর্তী সময় কোনোভাবেই ত্রিশ দিনের বেশী হইবে না।

(২) প্রতি তিন মাসে ন্যূনপক্ষে একবার নির্বাহী কমিটির সভার আয়োজন করিতে হইবে।

(৩) নির্বাহী কমিটির সভায় কমিটির অর্ধেক সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হইবে।

(৪) নির্বাহী কমিটির সভার তারিখের অন্তত তিন দিন পূর্বে সভার নোটিশ প্রদান করতে হইবে। তবে সভাপতি উপযুক্ত মনে করিলে জরুরি প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টার নোটিশেও নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করা যাইবে।

(৫) সভাপতির সকল সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করিবেন এবং তাঁহার অনুমোদন ছাড়া কোনো নতুন বিষয় আলোচসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(৬) সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী কমিটির নূন্যতম ১০ জন সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অনুরূদ্ধ হলে ০৩ দিনের মধ্যে সভাপতির অনুমতিক্রমে নির্বাহী কমিটির সভার নোটিশ জারি করিবেন।

১২। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভা**— (১) যদি কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের মোট সদস্যদের মধ্য হতে ন্যূনতম পক্ষে দশ শতাংশ সদস্য লিখিতভাবে সংসদের সাধারণ সভা আহবানের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করেন তাহা হইলে সভাপতি সধারণ সম্পাদককে তিন দিনের মধ্যে সাধারণ সভার নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিবেন। সাধারণ সভায় সংসদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভায় সংসদের সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন পদধারীদের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন করতে পারিবেন।

১৩। **অনাস্থা প্রস্তাব**—কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভায় সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া নির্বাহী কমিটির অন্য যে কোনো পদধারী বা নির্বাহী সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে। অনাস্থা প্রস্তাব পাশের জন্য উপস্থিত সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হইবে। অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের পদ শূন্য হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য ঐ শূন্যপদ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে কমিটির নির্বাহী সদস্যদের দ্বারা পূরণ করা হইবে।

১৪। **সেশন**।—জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সেশন কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা হইতে শুরু হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচন

১৫।**নির্বাচন কমিশন**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপকদের মধ্য হইতে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার লইয়া একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে।

(২) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে সংসদের সভাপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(৩) প্রধান নির্বাচন কমিশনার, কমিশনের অন্যান্য সদস্যের সাথে আলোচনা করিয়া, ভোটগ্রহণ পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করিবেন। রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন এবং নির্বাচন আয়োজনে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

(৪) নির্বাচন কমিশন সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাচনের অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আচরণ বিধিমালা প্রস্তুক করিবেন। এছাড়া, অত্র গঠনতন্ত্রের কোনো বিধির সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের স্বার্থে ১৬ নং বিধির সম্পূরক বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে যা সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে কার্যকর হইবে।

(৫) প্রধান নির্বাচন কমিশনের, কমিশনার অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করিয়া, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করিবেন যেখানে নির্বাচনের দিন, তারিখ, স্থান, মনোনয়নপত্র দাখিল, প্রত্যাহার ও নিরীক্ষণের তারিখ এবং নির্বাচনের ফল ঘোষণার তারিখের সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকিবে।

(৬) নির্বাচন কমিশন ক্যাম্পাসে এবং একাডেমিক ভবনসহ অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করিবেন এবং প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য ন্যূনপক্ষে একজন রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, আবাসিক হলগুলোতে কোনো ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে না।

(৭) নির্বাচন কমিশন প্রতিটি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করিবেন এবং ১৬নং বিধিতে বর্ণিত বিধিমালার আলোকে মনোনয়নপত্রের বৈধতা যাচাই করিবেন। নির্বাচন কমিশন কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করিলে সেই সিদ্ধান্ত ও তাহার কারণ সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্রে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন। উল্লিখিত সিদ্ধান্ত প্রদানের ০১ (এক) দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) নির্বাচন কমিশন বা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিয়োজিত রিটার্নিং কর্মকর্তা বা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যালট পেপার যাচাই বাছাই ও গণনার সময় প্রার্থী বা তার এজেন্ট উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

১৬। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি**।—(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির কোনো পদের নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিম্নরূপঃ—

(ক) অত্র গঠনতন্ত্রের ০৪ নং বিধিতে সংজ্ঞায়িত কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের প্রতিটি সদস্য অত্র বিধিতে বর্ণিত নিয়মাবলি অনুসরণপূর্বক নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ পদ ব্যতীত অন্য যেকোনো পদের নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(খ) সংসদের কোনো সদস্য একসাথে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ বা হল শিক্ষার্থী সংসদের একাধিক পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(২) **<u>কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে নিম্নবর্ণিত মনোনয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবেঃ</u>**—

(ক) নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছুক প্রত্যেক প্রার্থীর নাম একজন শিক্ষার্থী-সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত হইতে হইবে এবং অপর একজন ভিন্ন শিক্ষার্থী-সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে।

(খ) মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় প্রত্যেক প্রার্থীকে লিখিতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সম্মতি প্রদান করিতে হইবে।

(গ) একজন প্রস্তাবক ভিন্নপদের একাধিক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

(ঘ) কোনো মনোনীত প্রার্থী যদি তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে চান, তাহা হইলে তফসিল বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বহস্তে স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র জমা দিয়ে তা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচনে ভোটগ্রহণ, ব্যালট পেপার গণনা ও ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে—

(ক) রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ নির্বাচন পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) ব্যালট পেপার নিরীক্ষণ ও গণনার সময় প্রার্থী নিজে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন অথবা তাঁহার পক্ষে অনুমোদিত প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(গ) রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ ব্যালট পেপার নিরীক্ষণ ও গণনার পর প্রতিটি কেন্দ্রের নির্বাচনের ফলাফল নির্বাচন কমিশনের নিকট পেশ করিবেন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করিবেন।

(৪) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইন অনুসারে কোনো সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষিত হইলে উক্ত সংগঠনের কোনো সদস্য কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচনে ভোটার বা প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

১৭। **নির্বাচন বিষয়ে অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকরণ**—নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো আপীল নিষ্পত্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডিন, প্রক্টর, ও লিগ্যাল অফিসার-এর সমন্বয়ে একটি কমিটি থাকিবে। এই কমিটি নির্বাচন সংক্রান্ত সকল অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল ব্যবস্থাপনা

১৮। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল।**—(১) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ, সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি অনুসারে কোনো নিবন্ধিত কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ, এলাম নাই এবং কোনো শিক্ষানুরাগীর অনুদান সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল গঠিত হইবে।

(২) প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে কোষাধ্যক্ষ প্রান্তিক স্থিতিসহ বর্তমান অধিবেশনের আয়-ব্যয়ের বিবরণ প্রস্তুত করবেন এবং তা সাধারণ সম্পদকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) সাধারণ সম্পাদক অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকদের সহায়তায় একটি বাজেট প্রস্তুতি করিবেন এবং দায়িত্ব নেওয়ার ২ দিনের মধ্যে তা নির্বাহী কমিটির নিকট উপস্থপন করিবেন। বাজেট অনুমোদনের জন্য অন্তত পাঁচ দিনের নোটিশে নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করা হইবে। নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের পরই বাজেট কার্যকর হইবে।

(৪) প্রাপ্তি-রশিদ, ব্যয়ের তথ্য, তারিখ এবং ভাউচার নম্বরসহ একটি সাধারণ হিসাব বই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদক পালন করিবেন। নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি এই দায়িত্ব পালনে একজন সহকারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই হিসাব বই মাসে অন্তত একবার কোষাধ্যক্ষ বরাবর নিরীক্ষণের জন্য জমা দিতে হইবে।

(৫) কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য সম্পাদককে তাঁহাদের অনুকূলে বাজেটে বরাদ্দ অনুসারে অগ্রিম অর্থ প্রদান করিবেন। গৃহীত অগ্রিম সমন্বয়ের লক্ষ্যে সকল পদধারী প্রাপ্ত অর্থের রশিদ ও ভাউচারসহ আয় ব্যয়ের হিসাব সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করিবেন, যিনি তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন। সাধারণ সম্পাদক সকল ভাউচারসহ সমন্বিত হিসাব কোষাধ্যক্ষ বরাবর জমা প্রদান করিবেন।

(৬) কোষাধ্যক্ষ শুধু সেই সকল বিল পাস করবেন যেগুলো ভাউচার দ্বারা সমর্থিত এবং বিভাগীয় সম্পাদক দ্বারা নথিভুক্ত এবং সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। বিভাগীয় সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে কোনো ধরনের মতবিরোধ বা মতদ্বৈততা দেখা দিলে সেই বিষয়ে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নামে অগ্রণী ব্যাংকের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় একটি ব্যাংক হিসাব থাকিবে যা যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। স্বাক্ষরকারীগণ হইবেন: সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সহ-সভাপতি। কোষাধ্যক্ষসহ যেকোনো দুইজনের স্বাক্ষরে এই ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

১৯। **অডিট কমিটি।**—(১) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালককে নিয়ে একটি অডিট কমিটি গঠন করা হইবে, যা বছরে দুইবার হিসাব নিরীক্ষা করিবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারনণ সম্পাদক এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন, তবে তিনি কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।

(২) নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লিখিতভাবে অডিট কমিটির সভা আহ্বানের জন্য সাধারণ সম্পাককে নির্দেশনা দিতে পারিবে।

(৩) অডিট কমিটির রিপোর্ট নির্বাহী কমিটির কাছে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হইবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন

২০। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন**—জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনের ক্ষমতা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের উপর ন্যস্ত থাকিবে যা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, আইন, ২০০৫ এর ৩৮ ধারায় বর্ণিত বিধি প্রণয়নের প্রক্রিয়া অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশক্রমে চ্যান্সেলরের অনুমোদনের পর তাহা কার্যকর হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

২১। **জার্নাল ও অন্যান্য প্রকাশনা**।—কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের জার্নাল, বুলেটিন, ম্যাগাজিন, সাময়িকী বা পত্রিকার নীতিমালা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সম্পাদনা পর্ষদ থাকিবে। প্রতিটি হল হইতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষার্থী এবং উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত দুইজন শিক্ষক উক্ত পর্ষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক এবং শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদাধিকার বলে এই সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য হইবেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি পদাধিকার বলে সম্পাদনা পর্ষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

২২। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সহায়ক কর্মচারী**।—(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে সংসদের সভাপতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী পদায়ন করিবেন।

(২)সংসদের কর্মচারীদের ছুটি, বদলি, বরখাস্ত, অব্যাহতি, অপসারণসহ সকল প্রকার শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ ও কর্মচারীদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সংসদের সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২৩। **অন্যান্য বিষয়**।— কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্রে যে সকল বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই, সেই সকল বিষয় এই গঠনতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

২৪। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।—কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্রে কোনো বিধির স্পষ্টীকরণ ও ব্যাখ্যার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের উপর ন্যস্ত হইবে।

২৫। **ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই গঠনতন্ত্র প্রবর্তনের পর সিন্ডিকেট, এই গঠনতন্ত্রের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Test) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই গঠনতন্ত্র ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে এই গঠনতন্ত্র প্রাধান্য পাইবে।

তৃতীয় ভাগ

হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠনতন্ত্র

প্রথম অধ্যায়

হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ

১। **হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের নাম ও সংখ্যা**।—জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হলের সকল নিয়মিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি করে হল শিক্ষার্থী সংসদ গঠিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট হলের নাম অনুসারে প্রতিটি হল শিক্ষার্থী সংসদের নামকরণ করা হইবে, যা অত:পর হল সংসদ বলে অভিহিত হইবে।

(২) **হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম**।—শিক্ষার্থীদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হইলো শিক্ষার্থী সংসদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণে হল শিক্ষার্থী সংসদ নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করিবে;

(ক) বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং বক্তৃতার আয়োজন।

(খ) পাঠাগার ও ইনডোর গেমসের জন্য একটি কমনরুম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান।

(গ) সাহিত্য বিষয়ক কার্যক্রম আয়োজন এবং প্রতি বছর ন্যূনতম একটি জার্নাল বা সাময়িকী প্রকাশ।

(ঘ) নাটক, সঙ্গীত এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

(ঙ) সদস্যদের মাধ্যমে সামাজিক কাজ এবং ধর্মীয় কার্যক্রম ও অনুষ্ঠান পরিচালনা।

(চ) সদস্যদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন।

(ছ) বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন।

(জ) প্রয়োজন অনুযায়ী হল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত বা অনুমোদিত অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা।

৩। **হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্য হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা**।—(১) "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়" এর যে কোনো নিয়মিত শিক্ষার্থী উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর সংশ্লিষ্ট হল শিক্ষার্থী সংসদ এর সদস্য হইবার ও সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়" এর নিম্নবর্ণিত শিক্ষার্থীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর হল শিক্ষার্থী সংসদ এর সদস্য হইবার ও সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না যথা:—

(ক) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কোনো সান্ধ্যকালীন কোর্স যথা:- এমবিএ, ইএমবিএ, এমএড, অথবা কোনো পেশাদার/নির্বাহী বা বিশেষ মাস্টার্স কোর্স, এমফিল ও পিএইচডি বা সমমানের কোর্সসমূহ, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সসমূহ, ভাষা কোর্সসহ এ ধরনের অন্যান্য কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা।

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইন অনুসারে নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো সংগঠনের সদস্য।

(গ) শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কৃত বা শাস্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কোনো কলেজ বা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী।

(৩) অত্র বিধির (১) নং উপ-বিধিতে উল্লিখিত শর্ত পূরণকারী সকল নিয়মিত শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় এর সংশ্লিষ্ট হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থী হইবার যোগ্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৪) কোনো নিয়মিত শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বহিষ্কৃত হইলে, বা তাহার নাম কর্তন করা হইলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁহার নিবন্ধণ বাতিল করা হইলে বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলে তাহার শিক্ষাজীবনের অবসান হইলে তিনি আর অত্র সংসদের সদস্য থাকিবার যোগ্য থাকিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলে শিক্ষাজীবনের অবসান হইলে শিক্ষার্থী-জীবনের অবসান হইবার পরেও কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো শিক্ষার্থী-সদস্য ঐ কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

৪। **হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যপদ বিলোপ।**—(১) যেসব শিক্ষার্থীর নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা থেকে বাতিল, প্রত্যাহার বা অপসারণ করা হইয়াছে, তাঁহারা শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যপদ হারাইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলে শিক্ষার্থী-জীবনের অবসান হইবার পরেও কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো শিক্ষার্থী-সদস্য ঐ কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

(২) হল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হলের নিয়মাবলি লঙ্ঘন কবিরার কারণে হল থেকে বহিষ্কৃত কোনো শিক্ষার্থী হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যপদ হারাইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটি

৫। **হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন ও কার্যক্রম।**—(১) প্রতিটি হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রম উপ-বিধি-২ অনুসারে গঠিত ১৫ সদস্যের একটি কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।

(২) কর্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, সংস্কৃতি সম্পাদক, পাঠাগার সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক এবং ০৪ জন কার্যনির্বাহী সদস্যকে লইয়া।

৩। সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত কার্যনির্বাহী কমিটির অবশিষ্ঠ সকল সদস্য হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

৪। হলের প্রভোষ্ট পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি হইবেন।

৫। সভাপতি আবাসিক শিক্ষক/হাউস টিউটরদের মধ্য হতে একজনকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(৪) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে ৩৬৫ দিন। উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বের ৪৫ থেকে ৩০ দিনে মধ্যে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। তবে, নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন না হইলে, তারা সর্বোচ্চ ৬০ দিন অথবা নতুন নির্বাচন হওয়ার পুর্ব-পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যেটি পূর্বে শেষ হইবে সেই সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন। এরপরে হল শিক্ষার্থী সংসদের সংশ্লিষ্ট কমিটি বিলুপ্ত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

৬। **কার্যনির্বাহী কমিটির পদধারীদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।**—
(১) হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি—

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা আহ্বান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ফলাফল ঘোষণার তারিখ ও উল্লিখিত সভার মধ্যবর্তী সময় কোনোক্রমেই ত্রিশ দিনের বেশি হইবে না।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(গ) সহ-সভাপতির পরামর্শক্রমে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভা আহ্বান করিবেন।

(ঘ) সভার আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করিবেন।

(ঙ) হল শিক্ষার্থী সংসদ চালু রাখার জন্য এই গঠনতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন যেকোনো ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(চ) জরুরি পরিস্থিতিতে উপাচার্যের অনুমোদন সাপেক্ষে যেকোনো মেয়াদের জন্য হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রম স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

(২) হল শিক্ষার্থী সংসদের কোষাধ্যক্ষ—

(ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে হল শিক্ষার্থী সংসদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের তহবিলের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং আর্থিক নীতিমালা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবেন।

(গ) হল শিক্ষার্থী সংসদের আর্থিক কার্য়ক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিবেন এবং বাজেট অনুযায়ী ব্যয় হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করিবেন।

(ঘ) হল শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব-নিকাশ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হইতেছে কিনা, তা নিশ্চিত করিবেন।

(৩) হল শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সভাপতি—

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করিবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) মাধ্যম হিসেবে সমাজসেবা ও ক্রীড়া সম্পাদক ব্যতীত অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকদের সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিকল্পনা কোষাধ্যক্ষের কাছে উপস্থাপন করিবেন।

(ঘ) সাধারণ সম্পাদকের সহায়তায় হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রম এবং আর্থিক হিসাবের প্রতিবেদন তৈরি করবেন, যা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হইবে।

(৪) **হল শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সম্পাদক—**

(ক) সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে সভা আহব্বান করবিবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি এবং হল শিক্ষার্থী সংসদে সকল সভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করিবেন এবং তা সংরক্ষণ করিবেন।

(গ) হল শিক্ষার্থী সংসদের পরবর্তী অভ্যন্তরীণ সভায় অনুমোদন ও নিশ্চিতকরণের জন্য পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করিবেন।

(ঘ) হল শিক্ষার্থী সংসদের মুখপাত্র হিসেবে সকল যোগাযোগ করিবেন।

(ঙ) হল শিক্ষার্থী সংসদের বার্ষিক বাজেট তৈরি করিবেন এবং তাহা বাস্তবায়ন তদারকি করিবেন।

(চ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সম্পদ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

(ছ) অন্যান্য সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্যদের কাজের সমন্বয়ে সহ-সভাপতিকে সহযোগিতা করিবেন।

(৫) **হল শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক—**

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সম্পাদকের কার্যক্রমে সহায়তা করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাহার সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি বা কার্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশে তিনি অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

(৬) **হল শিক্ষার্থী সংসদের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক—**

(ক) সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন বিতর্ক, বক্তৃতা, আলোচনা সভা এবং সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করিবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সাময়িকী প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) হল শিক্ষার্থী সংসদের ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় বোর্ডের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৭) **হল শিক্ষার্থী সংসদের সংস্কৃতি সম্পাদক—**

(ক) প্রতি সেশনে এক বা একাধিকবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করিবেন।

(খ) বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করিবেন।

(৮) **হল শিক্ষার্থী সংসদের পাঠাগার সম্পাদক—**

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের মালিকানাধীন বই এবং সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) প্রতিদিনের প্রাপ্ত সংবাদপত্র ও সাময়িকীর তালিকা প্রকাশ করিবেন।

(গ) পুরোনো বই ও সাময়িকী ইস্যু করা এবং তা ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

(ঘ) পাঠকক্ষের সার্বিক তত্ত্বধানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৯) **হল শিক্ষার্থী সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক—**

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের আওতাধীন খেলাধুলা এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করিবেন।

(খ) নিয়মিত হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যদের খেলাধুলার অনুশীলন পরিচালনা করিবেন।

(গ) বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য বাজেট প্রস্তুত করিবেন এবং সেই বাজেট কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(ঘ) হল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক হলের ইনডোর গেমস রুমের তত্ত্বাবধান করিবেন।

(১০) **হল শিক্ষার্থী সংসদের সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক—**

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের হলের সকল কার্যক্রমে অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণসহ তাদের সার্বিক কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(খ) সভাপতি ও কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অন্যান্য সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(গ) হলে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় কার্যক্রম এবং হলে পরিচালিত নৈশ বিদ্যালয় (যদি থাকে) পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(১১) **হল শিক্ষার্থী সংসদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক—**

(ক) হল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপনসহ হলের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(১২) **হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী সদস্যগণ—**

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদান কারিতে পারিবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের কাজে কার্যনির্বাহী কমিটির পদধারীদের সার্বিক সহযোগিতা করিবেন।

(গ) সভাপতি ও কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দয়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন যা কোনো পদধারীর জন্য নির্ধারিত নহে।

৭। **হল শিক্ষার্থী সংসদের নিকট কার্যনির্বাহী কমিটির জবাবদিহিতা।**—হল শিক্ষার্থী সংসদের যেকোনো সদস্য তিন দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত পদধারীকে তাহার দায়িত্ব সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে লিখিতভাবে প্রশ্ন করিতে পারিবেন। সংশ্লিষ্ট পদধারী সেই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী সংসদ সভায় পাঠ করিবেন, যা আলোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। তবে এই প্রক্রিয়াটি হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির মাধ্যমে পরিচালিত হইবে এবং সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। **অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে পদ শূন্য হওয়া।**—(১) অনিবার্য কোনো কারণে দীর্ঘদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকাকালীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ছুটি যেমন গ্রীষ্মকালীন/ শরৎকালীন/শীতকালীন অবকাশ ব্যতীত, কোনো নির্বাচিত পদধারী এক সেশনে দশ সপ্তাহের বেশি সময় অনুপস্থিত থাকিলে, তিনি তাহার পদ থেকে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। এহেন পরিস্থিতিতে, হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্যদের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন কার্যনির্বাহী সদস্যকে উক্ত পদধারীর সকল দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

(২) হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির পুর্বানুমতি ছাড়া কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো পদধারী পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তিনি পদচ্যুত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবেন এবং সেক্ষেত্রে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি তাহার স্থলে কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্যদের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন কার্যনির্বাহী সদস্যকে উক্ত পদধারীর সকল দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

(৩) কোনো নির্বাচিত শিক্ষার্থী সদস্যের নিয়মিত ছাত্রত্ব শেষ হইলে তার পদশূন্য হইয়াছে মর্মে গণ্য করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি তাকে স্বপদে বহাল থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৪) যে সকল শিক্ষার্থী সদস্যের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা হইতে বাতিল করা হইয়াছে এবং তাহা দুই মাসের মধ্যে পুনর্বহাল করা হয় নাই, উক্ত সময় শেষে তাহাদের পদ শূন্য হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

৯। **হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি।**— হল শিক্ষার্থী সংসদের কোনো সদস্য সংসদের কোনো সম্পদ ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা অবহেলাজনিত কারণে হারাইয়া ফেলিলে, অথবা হল শিক্ষার্থী সংসদের কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, সহ-সভাপতি তাহা কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট অভিযোগ আকারে উপস্থাপন করিতে পারিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি অভিযোগের ভিত্তিতে করণীয় পদক্ষেপ নির্ধারণ করিবে।

১০। **হল শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির পদধারী অপসারণ।**—(১) হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো নির্বাচিত শিক্ষার্থী সদস্য এই গঠনতন্ত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করিলে বা নৈতিক স্খলনজনিত কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিলে, সভাপতি স্বপ্রণোদিত হইয়া কিংবা কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা বা শিক্ষার্থীর লিখিত অভিযোগ করিলে তিনি তা তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২)কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি কর্তৃক উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রেরিত অভিযোগ প্রাপ্তির পর ২য় ভাগের ০৮ নং বিধি অনুসারে উল্লিখিত অভিযোগটি তদন্ত ও নিষ্পত্তি করা হইবে।

১১। **অনাস্থা প্রস্তাব।**—সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত অন্য যেকোনো পদধারী বা কার্যনির্বাহী সদস্য, বা পুরো কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা বা নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে। অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট হল শিক্ষার্থী সংসদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত সমর্থন থাকিতে হইবে। হল শিক্ষার্থী সংসদের মোট সদস্যের অন্তত অর্ধেক উপস্থিত থাকিলে অনাস্থা প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনা ও ভোটগ্রহণের জন্য আহ্বানকৃত সভাটি বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। উপস্থিত সদস্যদের মধ্য হইতে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট প্রদান করিলে তা পাশ হইবে। যাহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইবে, তাহাদিগকে অনাস্থা প্রস্তাব পাশের সাথে সাথেই তাহাদের পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে। অনাস্থা প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনা ও ভোটগ্রহণের জন্য ন্যূনতম সাত দিন সময় দিয়ে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৩য় অধ্যায়

হল শিক্ষার্থী সংসদের সভা

১২। **হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাসমূহ।**—(১) হল শিক্ষার্থী সংসদের দুই ধরনের সভা হইবে, যথা:—

(ক) **প্রকাশ্য সভা**-যার মধ্যে বিতর্ক, বক্তৃতা, আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে; এবং

(খ) অভ্যন্তরীণ সভা যা কেবল হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে।

(২) যেকোনো আনুষ্ঠানিক সভার প্রথম কাজ হাইবে একই ধরনের পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা। নিশ্চিতকৃত কার্যবিবরণীকে সঠিক রেকর্ড হিসেবে গণ্য করা হইবে।

(৩) হল শিক্ষার্থী সংসদের সকল সভায় সংসদের সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে কোষাধ্যক্ষ হল শিক্ষার্থী সংসদের সকল বিষয় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) হল শিক্ষার্থী সংসদ বা তাহার কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় যিনি সভাপতিত্ব করিবেন, তাহাকে সেই সভার চেয়ারম্যান বলা হইবে।

(৫) চেয়ারম্যান হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে এই গঠনতন্ত্রে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, সেই সকল বিসয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৬) প্রকাশ্য সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না, তবে বিতর্ক সভার জন্য ন্যূনপক্ষে ৫০ জন সদস্যের কোরাম অবশ্যই নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৭) সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৮) হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটি বা হল শিক্ষার্থী সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত তিন মাসের মধ্যে পুনর্বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা যাইবে না, যদি না সেটি সভাপতির কোনো নোটিশের মাধ্যমে অথবা হল শিক্ষার্থী সংসদের মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া পুনর্বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়।

১৩। **হল শিক্ষার্থী সংসদের অভ্যন্তরীণ সভা**—(১) হল শিক্ষার্থী সংসদের অভ্যন্তরীণ সভার জন্য ০৮ জন সদস্যের কোরাম প্রয়োজন হইবে।

(২) যদি হল শিক্ষার্থী সংসদের কমপক্ষে ০৫ জন সদস্য বা মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াাংশ সদস্য এর মধ্যে যেটি কম সেই সংখ্যক সদস্য স্বাক্ষর করে অভ্যন্তরীণ আলোচনা সভার জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে সভাপতি সভার নোটিশ প্রদানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশনা প্রদান করিবেন। নোটিশ অবশ্যই সভার দুই দিন পূর্বে প্রদান করিতে হইবে। তবে স্থগিতকৃত সভার জন্য কোনো নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

১৪। **অভ্যন্তরীণ সভায় আলোচনার পদ্ধতি**—(১) সভার প্রতিটি প্রস্তাব অবশ্যই একজন শিক্ষার্থী সদস্যের দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে। সমর্থন না পাইলে প্রস্তাবটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোনো সদস্য একটি প্রস্তাবের বিষয়ে একবারের বেশি বক্তব্য দিতে পারিবেন না। তবে, প্রস্তাবকারী ভোটের আগে তাহার প্রস্তাবের উপর অন্যান্য সদস্যদের প্রশ্ন ও আলোচনার জবাব দেওয়ার সুযোগ পাইবেন।

(৩) মূল প্রস্তাবের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে। সংশোধনী দেওয়ার আগে যাহারা মূল প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা সংশোধনী প্রস্তাবের ওপরও বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন। সংশোধনী নিয়ে আলোচনার পর, প্রস্তাবকারী ভোটের পূর্বে তাহার প্রস্তাবের পক্ষে জবাব দেওয়ার সুযোগ পাইবেন।

(৪) চেয়ারম্যান সংশোধনী এবং মূল প্রস্তাব পড়িয়া শোনাবেন এবং প্রশ্ন করিবেন, "প্রস্তাবটি সংশোধিত হইবে কি না?" যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বিরোধিতা করেন, সংশোধনীটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং মূল প্রস্তাবের আলোচনা অব্যাহত থাকিবে।

(৫) সংশোধনী গ্রহণ করা হইলে সংশোধিত প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। তবে, যে সকল সদস্য পূর্বে বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন, তাহারা পুনরায় বক্তব্য দিতে পারিবেন না। কেবল প্রস্তাবকারী, তাহার বক্তব্যের আগে সংশোধনী বিষয়ে জবাব দেওয়ার সুযোগ লাভ করিবেন।

(৬) যদি কোনো সদস্য আলোচনা করিতে চান, তাহা হইলে তাহাকে বক্তৃতা শেষ হইবার পর তাহার স্থান হইতে দাঁড়াইয়া বক্তব্য প্রদান করিতে হইবে। একাধিক সদস্য আলোচনা করিতে আগ্রহী হইলে, কে প্রথমে বক্তব্য প্রদান করিবেন, তাহা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৭) সংসদের অন্যান্য সদস্যদের মতো চেয়ারম্যানও প্রস্তাব বা সংশোধনী উত্থাপন এবং সভায় বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) আলোচনা চলাকালে কোনো সদস্য যে কোনো সময় চেয়ারম্যানের কাছে পয়েন্ট অব অর্ডার (নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ) তুলিতে পারিবেন। যদি অন্য কোনো সদস্য বক্তৃতা প্রদান করার সময় পয়েন্ট অব অর্ডার উত্থাপিত হয়, তবে বক্তাকে বক্তৃতা থামাইতে হইবে যতক্ষণ না চেয়ারম্যান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। চেয়ারম্যান কর্তৃক পয়েন্ট অব অর্ডারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ এখতিয়ার থাকিবে। চেয়ারম্যান প্রয়োজনে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা অন্য কোনো সদস্যের অনুরোধে বক্তব্যরত সদস্যকে থামিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন। যদি নির্দেশপ্রাপ্ত সদস্য চেয়ারম্যানের আদেশ উপেক্ষা করেন, তবে চেয়ারম্যান তাহাকে বসিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন। নির্দেশ অমান্য করিলে চেয়ারম্যান সেই সদস্যকে অভিযুক্ত ঘোষণা করিয়া সভা থেকে বরখাস্ত করিতে পারিবেন। বরখাস্তকৃত সদস্যকে সঙ্গে সঙ্গেই সংসদ প্রাঙ্গন ত্যাগ করিতে হইবে।

(৯) কোনো প্রস্তাব বা সংশোধনী ভোটের জন্য উপস্থাপন করা হইলে, চেয়ারম্যান সদস্যদের মতামত জানিতে হাত তোলার মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করিবেন এবং ফলাফল ঘোষণা করিবেন। যদি কোনো সদস্য উক্ত ফলাফলে সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি তার স্থানে দাঁড়িয়ে বিভক্তি ভোটের দাবি তুলতে পারিবেন। চেয়্যারম্যান সেক্ষত্রে 'হ্যাঁ' পক্ষের জন্য দুটি এবং 'না' পক্ষের জন্য দুটি গণনাকারী নির্বাচন করিবেন। গণনাকারীরা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবেন এবং ভোট দিতে ইচ্ছুক সদস্যরা তাহাদের আসন থেকে উঠে গিয়ে যে পক্ষের সঙ্গে ভোট দিতে চান, সে পক্ষের গণনাকারীর নিকট গিয়ে দাঁড়াইবেন। ভোটগ্রহণ ও গণনা শেষে গণনাকারীরা তাহাদের আসনে ফিরিয়া যাইবেন এবং প্রতিটি পক্ষের ভোট সংখ্যা কাগজে লিখিয়া চেয়ারম্যানের নিকট জমা দিবেন এবং সভাপতি ফলাফল ঘোষণা করিবেন এবং সভা মুলতবি করিবেন।

(১০) হ্যাঁ ভোট এবং না ভোটের সংখ্যা সমান হইলে চেয়ারম্যান নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন।

১৫। **হল শিক্ষার্থী সংসদের বিতর্ক সভা।**—(১) বিতর্ক সভা সাধারণত পাক্ষিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) বিতর্কের বিষয় বিতর্ক সভার কমপক্ষে দুই দিন পূর্বে নোটিশ আকারে জানানো হইবে এবং এই নোটিশে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

১৬। **বিতর্ক সভায় আলোচনা পদ্ধতি।**—(১) বিতর্ক সভায় কোনো বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে ১৪ নং বিধির (১), (৮) এবং (৯) নং উপ-বিধি প্রযোজ্য হইবে।

(২) বিতর্কে প্রস্তাবের জন্য সংশোধনী প্রস্তাব করিতে দাবিদার সদস্যকে প্রথমে তাহা লিখিতভাবে চেয়ারম্যানের নিকট জমা দিতে হইবে এবং চেয়ারম্যানের অনুমতি গ্রহণ করতে হইবে। চেয়ারম্যান উপযুক্ত মনে করিলে অপ্রয়োজনীয় বা ভিত্তিহীন সংশোধনী বাতিল করিবেন।

(৩) যদি আলোচনা অতিদীর্ঘ হইয়া যায়, তাহা হইলে চেয়ারম্যান সংসদের পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া বক্তৃতার সময় সীমিত করিতে পারিবেন। তিনি আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করিয়া প্রস্তাবককে জবাব প্রদানের জন্য আহবান করিতে পারিবেন, অথবা আলোচনাটি পরবর্তী সভার জন্য মুলতবি করিতে পারিবেন।

(৪) বিতর্ক শেষে চেয়ারম্যান প্রস্তাবের শর্তগুলো পাঠ করিবেন এবং ১৪ নং বিধির (৯)নং উপ-বিধি অনুসরণ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
হল শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল

১৭। **হল শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল।**—(১) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ, সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি অনুসারে কোনো নিবন্ধিত কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ, সংশ্লিষ্ট হলের অ্যালাইনমেন্ট এবং কোনো শিক্ষানুরাগী অনুদান লইয়া হল শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল গঠিত হইবে।

(২) হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও হল শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে হল সংসদের তহবিল পরিচালিত হইবে।

১৮। **হল শিক্ষার্থী সংসদের বার্ষিক বাজেট।**—(১) কার্যনির্বাহী কমিটি একটি ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুত করিবে এবং তাহা দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে সংসদের সামনে উপস্থাপন করিবে।

(২) বাজেট সভার কমপক্ষে দুই দিন আগে খসড়া বাজেট নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিতে হইবে। বাজেট পর্যালোচনার জন্য সংসদের আহবানকৃত সভায় সদস্যরা বাজেটে পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রস্তাব দিতে পারিবেন। সভাপতি এই প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করিবেন এবং তাহা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে গ্রহণ করতে পারিবেন অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত এবং গৃহীত বাজেট ওই সেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট হল শিক্ষার্থী সংসদের চূড়ান্ত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) ঢাকার বাইরে কোনো হল টিম পাঠানো বা ঢাকায় আসা অন্য কোনো টিমকে আপ্যায়নের জন্য যে কোনো অতিরিক্ত অর্থ, এমনকি তা বাজেটে উল্লেখ থাকলেও, সভাপতির বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত ব্যয় করা যাইবে না।

১৯। **হল শিক্ষার্থী সংসদের অডিট কমিটি।**—হল শিক্ষার্থী সংসদের হিসাব নিরীক্ষণের জন্য একটি অডিট কমিটি গঠন করা হইবে। কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত হল সভাপতি কর্তৃক মনোনীত তিন জন আবাসিক শিক্ষককে লইয়া অডিট কমিটি গঠিত হইবে। তিন জনের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠতম তিনি কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন। এই কমিটি তাঁহাদের প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা সভাপতির নিকট জমা দিবেন এবং সভাপতি তা কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় মতামতের জন্য উপস্থাপন করিবেন। এরপর কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
হল শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচন

২০। **হল শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচনী বিধি।**—(১) হল শিক্ষার্থী সংসদের নিয়ম অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট হলের আবাসিক, অনাবাসিক এবং সংযুক্ত প্রতিটি নিয়মিত শিক্ষার্থী সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ্যের পদ ব্যতীত অন্য যে কোনো পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রার্থী একইসাথে একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

(২) নির্বাচনে প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক প্রত্যেক সদস্যকে অপর একজন শিক্ষার্থী সদস্যের দ্বারা প্রস্তাবিত হইতে হইবে এবং ঐ প্রস্তাব ভিন্ন একজন শিক্ষার্থী সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে সমর্থিত হইতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র জমা প্রাদানের সময় নির্বাচনে প্রার্থিতা করিতে লিখিত সম্মতি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) একজন শিক্ষার্থী সদস্য ভিন্ন ভিন্ন পদের একাধিক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন, এবং একই কথা প্রস্তাব সমর্থনকারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৫) হল সংসদের সভাপতি কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচনির তফসিলের সাথে মিল রেখে হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন আয়োজনের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিবেন এবং আবাসিক শিক্ষকদের মধ্য হইতে একজনকে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(৬) প্রার্থীরা নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা প্রদান করিবেন।

(৭) রিটার্নিং কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচনের তফসিলের সাথে মিল রেখে মনোনয়নপত্র নিরীক্ষণ ও যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থান ঘোষণা করিবেন।

(৮) রিটার্নিং কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করিবেন এবং যেকোনো আপত্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। যদি কোনো মনোনয়নপত্র বিধি-বিধান অনুযায়ী বৈধ না হয়, তাহা হইলে সেটি বাতিল করিবেন। বাতিল করার সিদ্ধান্ত তিনি মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করিবেন এবং বাতিলের কারণ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে অবহিত করিবেন। সংক্ষুদ্ধ প্রার্থী উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির নিকট একদিনের মধ্যে আপিল করিতে পারিবেন। আপিলে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হইবে।

(৯) যেই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তিনি চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর স্বহস্তে স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(১০) ব্যালট পেপার নিরীক্ষণ ও গণনার সময় নির্বাচনের প্রার্থীরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন অথবা অনুমোদিত কোনো এজেন্টকে রাখিতে পারিবেন।

(১১) রিটার্নিং কর্মকর্তা ব্যালট পেপার নিরীক্ষণ ও গণনার ফলাফল হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি বরাবর জমা দেবেন এবং সভাপতি ফলাফল ঘোষণা করিবেন।

(১২) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের তিন কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো আপত্তি সভাপতির কাছে দাখিল করা যাইবে। সভাপতি উক্ত আপত্তি নিস্পত্তির জন্য ২য় ভাগের ১৭ নং বিধি অনুসারে গঠিত নির্বাচন বিষয়ক অভিযোগ নিস্পত্তি কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন, কমিটি উল্লিখিত বিধি অনুসারে আপত্তিটি নিস্পত্তি করিবেন যা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইন অনুসারে কোনো সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষিত হইলে উক্ত সংগঠনের কোনো সদস্য হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের নির্বাচনে ভোটার বা প্রার্থী হইবার ও থাকিবার অযোগ্য হইবেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

হল শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন

২১। **হল শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন।**—যেই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাইবে সেই একই প্রক্রিয়া হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

২২। **হল সাময়িকী।**—হল সাময়িকী প্রকাশের জন্য সাহিত্য সম্পাদকের প্রতিবেদন অনুসারে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি একটি সম্পাদনা পর্ষদ গঠন করিবেন। পর্ষদে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্য হইতে একজন সম্পাদক ও একজন যুগ্ম সম্পাদক থাকিবেন। সভাপতি পদাধিকার বলে পর্ষদের প্রধান হইবেন এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদাধিকার বলে পর্ষদের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

২৩। **ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় ও ব্যবহার।**—(১) প্রতিটি সেশনের শুরুতে ক্রীড়া সম্পাদক তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্পর্কিত একটি তালিকা কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে উপস্থাপন করিবেন। এই তালিকার সঙ্গে কোষাধ্যক্ষের সনদও থাকবে, যাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকাবে যে, তালিকাভুক্ত সমস্ত সামগ্রীর জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রয়েছে।

(২) সভাপতি, ক্রীড়া সম্পাদকের সহায়তায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দরপত্র আহবান করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত দরপত্র অনুমোদন করিবেন। ক্রয়কৃত সকল ক্রীড়া সামগ্রী সংসদের সিল মারিয়া হল সংসদের সভাপতির কার্যালয়ে জমা দেওয়া হইবে। হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি স্টক বইতে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সম্পাদকের এন্ট্রিগুলো পরীক্ষা করিবেন। প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রীড়া সম্পাদকদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে। ক্রয় আদেশ অবশ্যই ক্রীড়া সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৩) হল শিক্ষার্থী সংসদের ক্রীড়া সামগ্রী ব্যবহারের পর ক্রীড়া সম্পাদকের নিকট ফেরত দিতে হইবে।

২৪। **হলের অধিনায়ক নির্বাচনের পদ্ধতি।**—(১) হলের প্রতিটি দলীয় অধিনায়ক হলের প্রতিটি প্রতিযোগিতা, প্রীতি ও অনুশীলন ম্যাচে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের একটি তালিকা রাখিবেন। মৌসুম শেষে, তিনি সভাপতির কাছে খোলোয়াড়দের পূর্ণ তালিকা জমা প্রদান করিবেন, যেখানে উল্লেখ থাকিবে যে কাহারা প্রতিযোগিতা ও প্রীতি ম্যাচে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং কাহারা কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ অনুশীলন ম্যাচে অংশগ্রহণ করিয়াছেন।

(২) হল শিক্ষার্থী সংসদের যে সকল খেলোয়াড় নিয়মিত প্রতিযোগিতা ম্যাচ ও প্রীতি ম্যাচে অংশগ্রহণ করিবেন বা কমপক্ষে পঞ্চশ শতাংশ অনুশীলন ম্যাচে অংশগ্রহণ করিবেন তাহাদের প্রত্যক্ষ ভোটে নতুন মৌসুমের জন্য হলের দলীয় ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হইবেন।

(৩) যদি কোনো অধিনায়ক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তালিকা জমা না দেন, তাহা হইলে সভাপতি প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান শেষে যোগ্য খেলোয়াড়দের নাম উল্লেখ করিয়া একটি তালিকা প্রকাশ করিবেন।

(৪) খেলোয়াড়রা সংসদের ক্রীড়া সামগ্রী ব্যবহার করিবেন এবং খেলা শেষে সেইগুলো সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের কাছে ফেরত প্রদান করিবেন।

২৫। **অন্যান্য বিষয়।**—হল শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্রে যে সকল বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নাই, সেই সকল বিষয় এই গঠনতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

২৬। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ।**—হল শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্রের কোনো বিধির স্পষ্টীকরণ ও ব্যাখ্যার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২৭। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই গঠনতন্ত্র প্রবর্তনের পর সিন্ডিকেট, এই গঠনতন্ত্রে ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই গঠনতন্ত্র ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে এই গঠনতন্ত্র প্রাধান্য পাইবে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ-২ শাখা

এল. এ. মামলা নং-৮৫/১৯৭০-১৯৭১

ফরম-ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫ (৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ২০ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০০৪.২৬-৩৪**— যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১০-০৭-১৯৭৪ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল।

তফসিল

জেলা : চট্টগ্রাম, থানা : ডাবল মুরিং, মৌজা: দক্ষিণ কাট্টলী, জে.এল নং-০২।

পি. এস. খতিয়ান নং	পি. এস. দাগ নং	হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৭০৮	৮	০.০২
১৭০৮	১১	০.০৪
১৭০৮	১২	০.০৬
১৭৪৭	১১৩	০.৫২
১৪৩৪/১	১২৩	০.৪৫
১৪৩৪/১	১২৪	০.০৬
১৪৩৪	১২৭	০.৭০
১৪৩৪	১২৮	২.২২
১৯২৪	১৩০	১.৯৮
১৭১৫	১৩৫	০.১৫
১৭১৫	১৩৬	৩.৩০
১৭১৫	১৩৭	০.৪২
১৭১৫	১৩৮	০.০৪
১৭১৪	১৩৯	০.৩০
১৭১৪	১৪০	১.০০
১৭১৫	১৪১	৯.০৫
১৪৩৪	১৪২	০.৪৫
১৪৩৪	১৪৩	০.২৯
১৯২৪	১৪৪	০.৭৬
১৫৬২	১০৬১	০. ০১
২	১০৬২	০. ০১
১৫৬২	১০৬৬	০. ০২
১৫৬২	১০৬৭	০. ০২
১৫৬২	১০৬৮	০.০৬
১৭১৫	১০৬৯	১.০৮
১৭০৩	১০৭০	০.৩৫
২	১০৭১	০.৩৫
১৫৬২	১০৭২	০.১০
১৪৯৭	১০৯৩	০.০৪
১৫৬২	১০৯৪	০.৭২
১৭০৩	১০৯৫	২.৪০
১৭০৩	১০৯৬	০.৩০
১৭০৩	১১০২	০.৮২
১৭০২	১১০৩	২.০০
১৭০৩	১১০৬	২.৫০
১৭০৩	১১০৭	০.৮৪
১৭০৩	১১১০	৩.০০
১৭০৩	১১১২	২.৬০
১৭০৬	১১২০	০.২০
১৭০৬	১১২১	০.২৪
১৭০৩	১১২২	১.১৯
১৭০৩	১১২৫	১.১০
১৭০৩	১১২৬	০.১৩
১৭০৬	১১২৭	০.০৪
২	১১২৮	০.৩০
১৭০৬	১১২৯	০.০৪
১৭০৩	১৩৫৫	০.২০

পি. এস. খতিয়ান নং	পি. এস. দাগ নং	হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৭০৩	১৩৫৬	৬.৪২
১৭০৩	১৩৫৯	২.৮২
১৭০৩	১৬৬৪	৪.২০
১৭০২	১৬৬৫	০.৭৭
১৭০৪	১৬৬৬	০.৬৭
১৭০৩	১৬৬৭	০.৪৬
১৭১৫	১৬৮১	০.৭২
১৫৬২	১৬৮২	০.০৬
১৪৯৭	১৬৮৩	০.১০
১৫৬২	১৬৫৫	০.০২
	মোট	**৫৮.৭১ একর**

মোট জমির পরিমাণ=৫৮.৭১ একর ভূমি মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪৩২/২৬ জানুয়ারি ২০২৬

নং ৪৫.০০.০০০০.১৮২.৯৯.১০৪.১০ (অংশ-২).৩৫—বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিলের ৮২তম সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিলের ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের 'এ' ক্যাটাগরি রেজিস্ট্রেশনধারী কর্মকর্তা (ফার্মাসিস্ট) কর্তৃক ফার্মেসী/ঔষধের দোকান, ঔষধ উৎপাদনকারী ও বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান, ঔষধের সংরক্ষণাগার, হাসপাতাল ফার্মেসী ইত্যাদি পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আদেশ জারি করা হলো।

২। উল্লেখ্য ফার্মেসী/ঔষধের দোকান, ঔষধ উৎপাদনকারী ও বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান, ঔষধের সংরক্ষণাগার, হাসপাতাল ফার্মেসী পরিদর্শন প্রতিবেদন আবশ্যিকভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এ প্রেরণ করতে হবে। ঔষধ ও কসমেটিকস্ আইন, ২০২৩ এ উল্লিখিত 'ফার্মাসিস্ট, ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট ও ফার্মেসী টেকনিশিয়ান'দের কর্মক্ষেত্র প্রযোজ্য হইবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মো. কায়ছার রহমান
উপসচিব